

৬ দ্বারকানাথ অধিকারীর জীবন চরিত ।

(চট্টগ্রাম নবম্যাল স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক
ত্রিযুক্ত বাবু জগদীশ তর্কালঙ্কার সংগৃহীত ।)

১২৩৭ সালের ৩০শে কার্তিক শ্রুবদি ৬ দ্বারকানাথ
অধিকারীর জন্ম হয় । নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোন্ডামি
হুর্গাপুর গ্রাম ইঁহার জন্ম স্থান । কবিবরের পিতার
নাম ৬ রামশঙ্কর অধিকারী । ইঁহার রাঢ়ীয় শ্রেণীর
কুলিন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় । ইঁহাদিগের প্রকৃত উপাধি
কাঞ্জিলাল ; কিন্তু বংশ পরম্পরায় গুরুতা ব্যবসায়
করাতে অধিকারী উপাধিতেই বিশেষ বিখ্যাত । রাম-
শঙ্কর অধিকারীর পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে সামান্য
কিঞ্চিৎ জমিদারী, কিছু ব্রহ্মত্র নিষ্কর ভূমি ও কতকগুলি
শিষ্যমাত্র ছিল । পরে নীল কুঠীয়ায় হিন্দু সাহেবদিগের
জমিদারীর নায়েবী কর্ম করেন ; সেই সময়ে তেজারৎ
কারবার করিয়া বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন ।
ইনি সামান্য রূপ বাঙ্গলা লেখাপড়া জানিতেন কিন্তু
ইঁহার বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি সমধিক তেজস্বিনী ছিল ।

দ্বারকানাথ ইঁহার একমাত্র পুত্র । প্রথমে গ্রাম্য
পাঠশালায় দ্বারকানাথের বিদ্যাশিক্ষা হয় । সেই
পাঠশালায় শিক্ষাকালে তিনি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা
রচনা করিতেন তাহা শুনিয়াই তাৎকালিক প্রধান
প্রধান লোকেরা মোহিত হইতেন, এবং তিনি, যে বয়সে
একজন শ্রুবদি হইবেন তাহাও কীর্তিত হইত । এম্বলে

কবিরের ষাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সের রচিত একটি
গীত ও কিছুকাল পরের একটি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল।
গীতটী জীমন্ত সওদাগরের জননী খুলনার উক্তি ; এবং
কবিতাটী কুলিন জামাতাদিগের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি।
বহুকালের হইল বলিয়া উহার সমুদয় অংশ স্মরণ
নাই। গীত যথা ;

কে পারে তারা তোমারে চিন্তে ।

শিশু কুমারে, সঁপে তোমারে, ও মা কালদারা,
প্রাণহারা, হয়েছি জীয়েন্তে ॥

তন্মাম স্মরি কাল, কালকূটে পান কাল,
চিরকাল নাহি কাল চিন্তে ।

স্বয়ং হয়ে অসিতে, অসুর নাশি অসিতে,
বিমুক্ত করিলে সুরকান্তে ॥

সর্ব মঙ্গলে, গিয়ে সিংহলে, পদ কমলে
রেখ মা জীয়েন্তে ॥

কবিতা যথা ;

* * *

* * *

শুন শুন সর্ব জন

করি কিছু নিবেদন

কুলিন গণের বিবরণ ।

হয় সবে প্রথমতঃ

গাঁজা অহিকেনে রত

পরিশেষে মদে মত্ত হন ॥

গেলে পরে ভিন্ন গ্রাম

বিষ্ণু ঠাকুরের নাম

লোক মাঝে অণ্ডে বলা আছে ।

ধেন নীচ, লোকে বলে অন্য লোকে জিজ্ঞাসিলে
রাজবাড়ী আঘার বাড়ীর পাছে ॥

কুলত্রমে হয়ে অন্ধ বিবাহের সম্বন্ধ
যদি কেহ করে উপস্থিত ।

লোভ দেবীর আজ্ঞামতে আরোহিয়া স্পৃহা রথে
অগ্রো করে পণের বিহিত ॥

* * * * *

না হইলে দক্ষিণান্ত কামিনী না পান কান্ত
শান্ত্রীর রাধা ভাত খান্না ।

পদব্রজে মক্কা যান যদি একটি পয়সা পান
খণ্ডর বাড়ী যান ভিন্ন যান না ॥

* * * * *

কবিরের অল্প বয়সের কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইল ;
এক্ষণে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিবরণ বিবৃত হইতেছে ।
তৎকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ও সংস্কৃত চর্চার
টোল ভিন্ন মফঃস্বলে অন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না ।
কবির প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গলা শিক্ষা
করেন । পরে উলা নিবাসী একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া
এখানে একটি ইংরাজী পাঠশালা স্থাপন করেন ।
কবির ঐ পাঠশালায় দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া-
ছিলেন ; কিন্তু শিক্ষক ইংরাজী জানিতেন না বলিলেই
হয়, সুতরাং ঐ দুই বৎসর কবিরের বুধা নষ্ট হইয়া
যায় । পরে অত্রতা নীল কুঠীর ম্যানেজার ত্রিযুক্ত

টমাস্ পার্কারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী পার্কার স্নেহ বশতঃ কবিবরকে প্রতিদিন এক এক ঘণ্টা করিয়া ইংরাজী শিখাইতেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরে কালেজ্ স্থাপিত হয়; কিন্তু কর্তৃপক্ষের অমনোযোগিতায় কবিবর শিক্ষার্থ ঐ কালেজে যাইতে পারেন না। পরে গ্রামস্থ আর আর সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত পলাইয়া গিয়া ঐ কালেজে প্রবিষ্ট হন। অধিক বয়সে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হওয়াতে এবং কর্তৃপক্ষের অমনোযোগিতায় জুনিয়ার স্কলারশিপ্ প্রাপ্তি ভিন্ন কবিবরের ভাগ্যে আর অধিক ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি অগত্যা ব্রজ বাবুর তদানীন্তন বাঙ্গলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কালসহকারে ঐ পাঠশালা কৃষ্ণনগর হায়ার ক্লাশ ইংরাজী বিদ্যালয় নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

ইংরাজী ১৮৫৪ সালে বিখ্যাত প্রভাকর সম্পাদক দৈন্যরচন্দ্র গুপ্ত ভ্রমণার্থ কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন। আমাদিগের স্নকবি সেই সময়ে ‘মনের প্রতি উপদেশ’ নামক অস্বাভাবিক একটী কবিতা লিখিয়া গুপ্ত মহাশয়কে উপহার দেন। গুপ্ত মহাশয় এই কবিতাটী পাঠ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত ও মোহিত হন; এবং স্নকবির উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সম্পাদকীয় উক্তির সহিত ঐ কবিতাটী প্রভাকর পত্রিকায় প্রকটন করেন। তাহাতে কবিবরের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তিনি ক্রমাগত প্রভাকর পত্রিকায় লিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে কলিকাতাস্থ

হিন্দুকালেজের বিখ্যাত ছাত্র ত্রিযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র (যিনি গবর্ণমেন্ট বার্তাবহ বিভাগের এক প্রথম পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন) এবং হুগলী কালেজের বিখ্যাত ছাত্র ত্রিযুক্ত বাবু বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (যিনি এক্ষণে হুগলীর প্রধান ডেপুটি মাজিস্ট্রেট আছেন) এই দুই জন ও প্রভাকর পত্রিকার কবিতা লিখিতেন । আমরাদিগের স্নকবি ‘বুনো কবি’ নাম ধারণ করিয়া ‘সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ’ নামক একটী কবিতা লিখিয়া প্রভাকরে প্রকটন করেন । ঐ কবিতায় পূৰ্বোক্ত কবিদ্বয়কে কিছু ব্যঙ্গোক্তি করা হয় । তাহাতে ঐ তিন জন কবি কবিতা যুদ্ধ করেন । উহা ক্রমাগত এক বৎসর কাল ‘কালেজীর কবিতা যুদ্ধ’ বলিয়া প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কুণ্ডীর জমীদার ৮ বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ঐ কবিতা যুদ্ধ পাঠ করিয়া পুরস্কার স্বরূপ আমরাদিগের স্নকবিকে ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারি-তোষিক দেন ; কিন্তু প্রভাকর সম্পাদক ঐ টাকা দ্বারকা-নাথের সম্মতি ক্রমে তিন জনকে বিভাগ করিয়া দিয়া কবিতা যুদ্ধ নিবারণ করেন ।

১২৬২ সালে দ্বারকানাথ প্রভাকরে পূর্ব্ব একটিত করেকটী প্রবন্ধ এবং আর করেকটী নূতন প্রবন্ধ রচনা করিয়া ‘সুধীরঞ্জন’ নামক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন । এই গ্রন্থ প্রচারের ২ বৎসরের মধ্যে ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি এক মাত্র পুত্র জন্মান

নীলরত্ন অধিকারীকে রাশিয়া জ্বর বিকার রোগে মানব-
লীলা সম্বরণ করেন।

দ্বারকানাথ নাতি খর্ব নাতি দীর্ঘ মধ্যমাকৃতি ছিলেন।
তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামল। একটী দন্ত নিম্নোষ্ঠের
উপরিভাগে ঈষৎ বহির্গত হইয়া থাকিত তাহাতে তিনি
অতি প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কখন ক্রোধ
করিতে দেখে নাই। তাঁহার চিত্র সর্বদা প্রফুল্ল
থাকিত। তাঁহার বিলক্ষণ লোকরঞ্জন শক্তিও ছিল।
যাঁহার সহিত তিনি একবার আলাপ করিতেন সেই
ব্যক্তিই তাঁহার নিকট চিরবাধ্য হইত। তাঁহার বিদ্যা-
বুদ্ধিও বিলক্ষণ তেজস্বিনী ছিল। দেশের ও গ্রামের
জীবদ্ধি কম্পে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। ভূগাপুরের
হাইস্কুল ক্লাশ ইংরাজী বিদ্যালয় তাঁহার মৃত্যুর পরে
স্থাপিত হইয়াছে বটে কিন্তু আমাদের স্মৃতি ও তাঁহার
স্বর্গীয় বন্ধুদের যজ্ঞেশ্বর ও হরমোহন ঐ গ্রামে স্কুল-
স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ কর্তা।

সুধীরঞ্জন বাতীত তিনি আর কোন গ্রন্থ প্রচার
করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে সুধীরঞ্জে যে
সকল প্রবন্ধ সম্মিলিষ্ট হইয়াছে উহা বাতিরিক্ত আরও
কয়েকটী প্রবন্ধ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
এতদ্ভিন্ন তিনি কৃষ্ণনগরবাসী জনৈক যাত্রা সম্প্রদায়ের
অধিকারীকে ‘আগমনী’ বিষয়ক একটী পালি প্রস্তুত
করিয়া দেন উহার সঙ্কীর্ণ গুলি এরূপ মধুর হইয়াছিল
যে যাহারা উহা একবার শুনিয়াছেন তাঁহারা অদ্যাপিও

তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া থাকেন। হুঃখের মধ্যে উহার একটিও সম্পূর্ণরূপে স্মরণ না থাকায় পাঠক-বর্গের কোতূহল নিরুত্তি করিতে পারিলাম না।

যদিও আমাদিগের কবির অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই তথাচ তিনি যে তাঁহার সুধীরঞ্জে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেকানেক কবি নানা প্রকার মহা কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন এবং যদিও তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতি উৎকৃষ্টও হইয়াছে তথাপি আমার ইহা বলা বোধ হয় অভুক্তি নহে যে সুধীরঞ্জনের স্মার প্রাঞ্জল, কোমল ও মধুর নীতিবিষয়ক কাব্য গ্রন্থ আমাদিগের কবিরের মৃত্যুর পর বোধ হয় আর প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বিরোধে আমাদিগের বদ্ধভাষা যে একটি অমূল্য অলঙ্কার হারাইয়াছেন তাহার আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। অতঃপর আমরা যে বঙ্কিম বাবুর লেখনী নিসান্দিত অজস্র অমৃতরাশি পান করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি, এবং যে দীনবন্ধু বাবু এতদিন কাব্য রসে বদ্ধবাসীদিগকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন আমাদিগের কবির ইহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

এসময়ে আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করিনা। এক্ষণে কবির মৃত্যুর পর তৎ সাময়িক কতিপয় কবিজাতা কর্তৃক প্রভাকর পত্রিকায় যে সকল আক্ষেপ হৃদক কবিতা

লিখিত হইয়াছিল তন্মধ্য হইতে এস্থলে দুইটি উদ্ধৃত
করিয়া এপ্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পর্যায়।

কোথাহে গুণের বন্ধু, তুমি অধিকারি ।
অশেষ গুণের তুমি, ছিলে অধিকারি ॥
বাল্যকালে কোরেছিলে, গুণে অধিকার ।
তব সম সৃজন, কজন আছে আর ॥
শশধর সম তুমি, যশধর ছিলে ।
কি কারণে যশসেতু, ভঙ্গ করি দিলে ? ॥
ধোরেছিলে ধরাধামে, সার্থক জীবন ।
দশের সমাজে তব, যশের কীর্তন ॥
গুণি, জ্ঞানি, ধনি, মানি, সরল-অন্তর ।
ভাবি তাই কেন ভাই, হইলে অন্তর ? ॥
তোমার গুণের সীমা, জানিয়াছে যারা ।
তোমার মরণে, প্রাণে, মরিয়াছে তারা ॥
তোমার মরণ শোকে, মরে লোক সব ।
আহা ! কার, সুখ আছে, হাহাকাররব ॥
জুড়াইতে মন প্রাণ, কার কাছে যাব ? ।
ধরাধামে হেন বন্ধু, আর নাকি পাব ॥
সুধার আধার তব, মুখের বচন ।
আর কি করিব কভু, শ্রবণে শ্রবণ ? ॥

আর কি হেরিব ভাই, তোমার সে মুখ ?
যে মুখের গুণে তুমি, হোয়েছিলে মুখ ॥

* * * * *

তোমার না দেখে দেখি, ক্ষিতি অন্ধকার ।
তব শোকে পশু পাখী, করে হাহাকার ॥
জুড়াইতে মন প্রাণ কার কাছে যাব ?
ধরাধামে হেন বন্ধু, আর নাকি পাব ॥
বসন্তে কোকিল ডাকে, কুহু কুহু স্বরে ।
বোধ হয় তব শোকে, উহু উহু করে ॥
তরুণ কৈদে মরে, পত্রপাত ছলে ।
হাহাকার ধরাতলে, তব শোকানলে ॥
কেমনে প্রবোধ ভাই, দিব তব মারে ?
এমন শোকের বাণ, কেটা মারে মারে ? ॥
জনক ভাবিত যারে, কনক সমান ।
সে ধন বিহনে কিসে, বাঁচে তাঁর প্রাণ ? ॥

* * * * *

মম দেহে পঞ্চভূত করিতেছ বাস ।
শুন শুন শুন সব, শুন মম ভাষ ॥
বন্ধুর দেহের ভূত, যেই স্থলে আছে ।
আমার দেহের ভূত, চল তার কাছে ॥
বন্ধুর দেহের ক্ষিতি, স্থিতি আছে যথা ।
আমার দেহের ক্ষিতি, স্থিতি কর তথা ॥

বন্ধুর দেহের বারি, আছে যেই স্থল ।
 আমার দেহের বারি, সেই স্থলে চল ॥
 পবন মিশাগে যথা, বন্ধুর পবন ।
 দহন মিশাগে যথা, বন্ধুর দহন ॥
 মম দেহে ব্যোম আর, কিকারণে রও ? ।
 বন্ধুর দেহের ব্যোম, সহ এক হও ॥
 পঞ্চভূতে পঞ্চভূতে, মিশাইয়ে রব ।
 কদাচ বন্ধুর সহ, ছাড়া নাহি হব ॥
 এমন শ্রুকবি বন্ধু, মরিয়াছে যার ।
 জীবন যাপনে আর, কোন্ সুখ তার ॥
 শুন শুন শুন শুন, শুন ওহে কাল ।
 ধরাধামে সকলেরি, হও তুমি কাল ॥
 যত পাও ততখাও, নাহি ভরে পেট ।
 বিপরীত ক্ষুধা তব, দেখে মাতা হেঁট ॥
 যুবতির প্রাণপতি, রসিকের চূড়া ।
 তাহারে ভক্ষণ কর, না হইতে বুড়া ॥
 প্রমত্ত-প্রমত্ত স্মৃত, তার প্রতি আড়ি ।
 বালকে ভক্ষণ কর, না উঠিতে দাড়ি ॥
 ষোড়শা রূপসী নারী, নবীন-ষোবন ।
 তাহারে ভক্ষণ কর, কঠিন এমন ॥
 মহাকবি কালিদাস, বরপুত্র মার ।
 করাল কবলে প্রাণ, নাশিয়াছ তার ॥

খেলি মম পিতামহ, মাতুলের কুলে ।

একজন নারাখিলে, বিনাশিলে মূলে ॥

শেবেতে বন্ধুরে খেলি, হোরে কাল সাপ ।

এমন কঠিন তুই, বাপ্ বাপ্ বাপ্ ॥

ভবদীয় নিতান্ত শরণাগত ।

নিবাস মাদরালী ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

হায় ! কাল, কি করিলি, দ্বারিকারে হোরে নিলি,

ভরিলি এ দেহে হাহাকার ।

প্রাসিতে এমন ধনে, হাঁরে মূঢ়, তোর মনে,

হয়নি কি মমতা সঞ্চার ॥

এত কি জঠরানল, হোয়েছিল সুপ্রবল,

ভেদাভেদ জ্ঞানহারা হলি ।

যা পেলি, তা দিলি, দাঁতে, প্রাণের দ্বারিকানাথে

না ছাড়িলি সুকুমার বলি ॥

কত কি দিয়েছ পেটে, তবু কি ক্ষুধা না মেটে,

পটু ভাল পেটকের কাজে ।

আর কিরে কিছু নাই, পুরাতে গেটের খাঁই,

এত বড় অবনীরা মাঝে ॥

কি কব বিদরে বুক, তার সে তেমন মুখ,

দেখে তোর হয়নি কি মায়া ? ।

হি হি রে নিদ্র কাল, কি তোর চরিত্র কাল,
ধিক তুই ধরেছিস্ কায়া ॥

হাঁ রে ! যে জনার তরে, দেশবাসি যত নরে,
সদাকাল ভোগ করে সুখ ।

নিরমল গুণে যার, পিতা মাতা পরিবার,
কখনই পায় নাই দুখ ॥

যার প্রেম-আলাপনে, রমণী প্রফুল্লমনে,
প্রেমানন্দে কাটায়েছে কাল ।

যে জনার মিষ্টভাষে, মানসিক তমনাশে,
দূর করে যাতনা জঞ্জাল ॥

যার কবিতার তার, ভাব আদি অলঙ্কার,
অনিবার বৃদ্ধিকরে সুখা ।

যার উপদেশ-রসে, সদা মন রহে বশে,
সকলের দূর করে ক্ষুধা ॥

হেন সর্বপ্রিয়-জন সর্ব গুণধারি ধন,
কেমনে হরিলি বল বল ? ।

ঘটালি বিষম জ্বালা করিলি রে বালাপালা,
বারালি নয়নে শোকজল ॥

ওরে কাল পাপমতি, এ কিরে দাক্ষণ মতি,
হেনমতি কেনরে ধরিল ? ।

হরিলি সে গুণাকর, সুরসিক কবির,
যার বশে অবনী ভরিল ॥

সে, যে, রে তুফান অতি, জাননা কি মুহুরতি,
কালাকাল বিচার কি নাই ! ।

পাপকর্ম দোষাকর, ছোঁয় নাই কলেবর,
তবে কিসে পেটে দিলি ঠাই ॥

আহা ! কে তেমন আর, চালিবেরে অনিবার,
কবিতার সুমধুর রস ? ।

কবিতাকমলে তার, আর কি পাইব তার,
মধুপানে মন হবে বশ ॥

আর কে তেমনে বল, স্বপ্ন দেখি সুবিমল,
মজাইবে জগতের মন ? ।

ভারত-জননী দুখ, বর্ণিবারে কার বুক,
বিদরিয়ে যাইবে এমন ? ॥

দেবী সরস্বতী সনে, স্বপ্ন বাক্য আলাপনে,
কে বর্ণিবে সে মোহিনী রূপ ।

সে “সুধীরঞ্জন” মত, মধুমাখা বাক্য বত,
মন আর না পাবে স্বরূপ ॥

যে তোরে সতত কাল, দিত সুধামাখা গাল,
কবিকুলে গ্রাসিবার তরে ।

তারেও তরিলি শেষে, কঠোর জঠর দেশে,
সাধিলি কি বাদ্ সাধ করে ॥

কেনরে কেনরে কাল, কবিকুলে হেনকাল,
কবি কি না রাখিবি এদেশে ।

কবি যদি নাহি রয়, দেও তবে সমুদয়,
একেবারে উদর প্রদেশে ॥

যাহোকু তোমার যদি, লোভ ছিল নিরবধি,
সে নবীন কবি-নিধি খেতে ।

ধরিতাম তব পায়, ওরে কাল হায় হায়,
কিছুদিন যদি দিতে যেতে ॥

আর যদি মনে তোর, কবি গেলা সাধু ঘোর,
হয়েছিল জানিতাম আগে ।

সে বন্ধুর বিনিময়ে, আমি ক্ষুদ্র কবি হয়ে,
নিকটে যেতাম অনুরাগে ॥

সেধন রহিলে বেঁচে, কবিতার জল-সেঁচে,
ভিজাইত সকলের মন ।

আমি মিছে বেঁচে রই, কবিতো কখনো নই,
উপদেশ দিইনে কখন ॥

ধরণী আমার তার, মিছে কেন সছে আর,
মিছে করি জীবন ধারণ ।

ওরে কাল ঘোরে নাও, সে রতনে ফিরে দাও,
জগতের জুড়াকু জীবন ॥

গোলামি হুর্গাপুর । } জী নি, চ, কীল ।
সন ১২৮৩ সাল । } হুঁ চুড়া ।

সূচীপত্র ।

প্রথম অধ্যায় ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	১
তত্ত্ব প্রকরণ	৩
মনের প্রতি উপদেশ	৮
মাতৃস্নেহ	১১
রাজার আদিকারণ	১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মনের রাজত্ব	১৮
---------------------	----

তৃতীয় অধ্যায় ।

ভারতবর্ষের বিলাপ	৫১
সত্যবতীর সহিত পাণিনীর বিবাদ	৬০
যেব এবং ক্রোধের সহিত শুশীলের বিবাদ সূত্রে যেযের প্রতি প্রকৃতি সত্যীর উপদেশ }	৭২
রুক্ষনগর কালেজের রোদন ও হিন্দু- কালেজের সহিত কথোপকথন }	৮৬
বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজি ভাষার কথোপকথন }	৯৬



প্রথম অধ্যায় ।

পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন ।

লঘু-ত্রিপদী ।

দয়ার সাগর, সর্ব-গুণাকর,
বিনি অখিলের আশী ।

বাহার ইচ্ছার, জীব সমুদায়,
জন্ম মৃত্যু অনুগামি ॥

যাঁর কৃপাবলে, ঐহগণ চলে,
দিবাকর করে কর ।

জগত জীবন, রাখিতে পবন,
চরিতেছে চরাচর ॥

অদল নহিতে, সন্তত মহীতে,
অষণ করিছে রস ।

নিজা সুবদনী, আশ্রিতা অবদী
ধরিতে লোকেহু প্রস ॥

যাঁর অনুমতি— ক্রমে বসুমতী,
জীবগণে ধরি বুকে ।

জননী'র মত, ঘেঁহে অবিরত,
আহার দিতেছে মুখে ॥

লয়ে সুধাকর, তপনের কর,
হরিণে মদীর কুণা ।

সদাকাল মুখে, বসুধার মুখে,
প্রদান করিছে সুধা ॥

পালাক্রমে ছর, ঋতুর উদয়,
আজ্ঞার অবনী পরে ।

পদার্থ সকল, যাঁহার কোশল,
অবিরল ব্যক্ত করে ॥

বিভু নাম তাঁর, জগতে প্রচার,
জিলোক তাঁহার গেহ ।

কি রজনী দিনে, জ্ঞান নেত্র বিনে,
দেখিতে না পারি কেহ ॥

ন্যায়বান ভূগ, তাঁহার স্বরূপ,
কেবা কোথা আছে আর ।

নিরন্তর নিচর, অতি সুখময়,
মঙ্গলের মূলধার ॥

দীন ধনবান, তাঁহার কল্যাণ,
অধিকারি লব পেতে ।

দুখীর শ্রম ।

কলুব কলাপ, করিতে কলিাপ,

নিকটে পারে না যেতে ॥

তাঁর প্রতি মন, করিয়া অর্পণ,

সদাকাল হর হবে ।

তব অকুপার, অনারানে পার,

তাঁহার কুপায় হবে ॥

তব প্রকরণ ।

পয়ার ।

সবিনয়ে বলি তোরে গুণেরে স্বয়ন ।

আপন হইয়া কেন হইলি শয়ন ॥

কুপথে বাইতে নিত্য করিবে বারণ ।

নাহি গুন কর্ণে যেন প্রসন্ন বারণ ॥

মহানুখে কাল হর মনে করি আশা ।

একবার নাহি তার কেন তবে আসা ॥

বুঝিতে না পারি কিলে আশা কান্ত হয় ।

পাইলে বিপুল বিত্ত চিত্ত সুখী নয় ॥

যে জন সৃজন করী যে জন সংহারে ।

অম পরবশ হয়ে না জাখিলে তাঁরে ॥

অকৃতজ্ঞ নাহি আর তোমার সমান ।

বলিলে বিবিধ বাক্য কর অভিমান ॥

কার সাধ্য তাঁর তুল্য প্রাণশিবে মেহ ।
 সৃষ্টি করি তুতপক্ষে নিখিলেন মেহ ॥
 পতিত না হৈতে তুমি পানের কারণে ।
 বস্ত্রে রাখিলেন দুই জননীর স্তনে ॥
 বখন গর্ভেতে ছিলে গর্ভ কোথা ছিল ।
 কে তোমারে সেই স্থানে আহারাদি দিল ॥
 ভূমিষ্ঠ হইলে ববে পখাদির প্রায় ।
 জননী হৃদয়ে করি নিলেন তোমার ॥
 কুণ্ডিত হইলে বলিবার শক্তি নাই ।
 ইচ্ছামতে পানকর জননীর মাই ॥
 তখন মনের তার বুঝিয়া তোমার ।
 খাদ্য দিতে কে দিয়াছে প্রকৃতিরে তার ॥
 তাঁহার রূপায় ক্রমে নিজে হয়ে কৃতী ।
 কার্য্য দেখে তাঁর প্রতি নাহি কর প্রাতি ॥
 মহানন্দ পাইয়া বোঁরন মনোহর ।
 অতি সুকুমার কেন পূর্ণ অশ্বর ॥
 কিন্তু কি বারেক বলে নাহি হয় জ্ঞান ।
 প্রতিপদে কাল রাহ করিতেছে য়োশ ॥
 গুরু বন জন বল নে সকল ব্যক্তি ।
 কিছু না বাইবে সঙ্গে হৃদিলে দুঃখাধি ॥
 যে বন্ধুর মুখ না দেখিলে দুঃখোবর ।
 পরিণাম কোথায় হইবে সে প্রাণ ॥

মুখ্যীয়-গুন ।

জনক জননী স্বামী পুত্র কিবা ভাই ।
 কেহ নাহি সঙ্গে বাবে রহিবে সবাই ॥
 ধন মদে মত্ত হয়ে সদা কাল ভুমি ।
 শ্রম ভয়ে বাহিরের না দলাও ভুমি ॥
 শরীরে রবির কর লাগিলে তোমার ।
 গেলাম্ মলাম্ শব্দ কর বার বার ॥
 বখন চরম কাল হইবে উদয় ।
 কোথায় রহিবে তব এই সমুদয় ॥
 তখন তপন করে পুড়াইবে দেহ ।
 যুড়াইতে না পারিবে পরিবার কেহ ॥
 তারাই ভবন হতে করিয়া বাহির ।
 তুলসী তলায় তব রাখিবে শরীর ॥
 কণকাল খেদ করি সককণ ভাষে ।
 ঢাকিবে গভাস্থ দেহ পুরাতন বাসে ॥
 সখের ভোষক লেপ আদি যত আছে ।
 প্রিয়জনে না আনিতে দিবে তোর কাছে ॥
 অতি অরাজীর্ণ যার প্রয়োজন নাই ।
 বাহিয়া দড়ির খাটে পেতে দিবে ভাই ॥
 সেই খাটে ওরাইয়া স্বগণ সকলে ।
 অশানে লইয়া যাবে ছরি কোল বলে ॥
 প্রাণের প্রেরসী যার মুখ স্ফাকর ।
 পলাতক না দেখে হও পরম কাতর ॥

সুখীর জন ।

সেই প্রণয়িনী তব তুলিয়া প্রণয় ।
 মপত্যগণের পাছে অমঙ্গল হয় ॥
 এই ভয়ে যেই পথে যাবে তব মড়া ।
 দুরার উঠিয়া নিজে দিবে ঝাঁট-ছড়া ॥
 মধুর রসাল কোন দ্রব্য যদি পাও ।
 সম্ভান কারণে রাখ আপনি না খাও ॥
 প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার বে ছেলে ।
 তখন অবাদে মুখে মুড়ো দিবে জ্বেলে ॥
 বারেক জনক বলে সুধাবেনা আর ।
 জ্বলন্ত অনলে পুড়ে হবে হার খার ॥
 রবেনা কুসুম তুল্য দেহের আভাস ।
 কেবল কলসী, কাচা আর কাঁচারাঁশ ॥
 পুত্র হরষিত অতি পাইবে বিভব ।
 কিনিবে কাচার নামে বাছা খান সব ॥
 দেশাচার হেতু দুঃখ করিতে প্রচার ।
 দশ দিন এক সম্মা করিবে আহার ॥
 তার পরে আলচা'লে মাখাইয়া কলা ।
 কেলিবে তোমার নামে পিও কয় দলা ॥
 ওরে মন সেই কয় কলার সহিতে ।
 উঠিবে তোমার নাম অবনী হইতে ॥
 কান্না পরিহার করি তোর প্রিয় দলে ।
 মন সুখে ধরকরা করিবে সকলে ॥

কিন্তু তুমি কোথা যাবে কোন্ পথ দিয়া ।
 তারা কি বারেক জাহা দেখিবে ডাবিয়া ॥
 যজ্ঞিয়া বিষয় বিষে না চাহিয়া পিছু ।
 আপন পাথের ঠিক না করিলে কিছু ॥
 সে বড় দুর্গম পথ শঙ্কার আধার ।
 গমন করিলে পাছু নাহি ফিরে আর ॥
 এতেক বাতনা সয়ে যেখানে যাইবে ।
 চারিদিকে সমুদয় নুতন দেখিবে ॥
 আপনার পক্ষ হয়ে কঁহে দুটো কথা ।
 এমন আত্মীয় আর কেহ নাই তথা ॥
 কেবল আছেন ধর্ম্য দুর্বলের গতি ।
 তাঁহার সহিত তোর বিপক্ষতা অতি ॥
 বুঝিতে না পারি তব কিপ্রকার ভাব ।
 বিপক্ষগণের সহ সদা কর ভাব ॥
 মোহরূপ যনে তোরে আচ্ছাদিল মন ।
 লোভ বজ্র গর্জনে করিছে যন যন ॥
 অহঙ্কার বারি বর্ষিতেছে অনিবার ।
 প্রণয় ক্ষেত্রের শস্য করিছে সংহার ॥
 অতএব মন তোরে বলি পুনঃ পুনঃ ।
 মুক্তি যদি চাহ তবে ভক্তিভাবে গুন ॥
 বহিয়া বিবেক বায়ু নাশি জলধরে ।
 প্রকাশ করহ জ্ঞান-রূপ প্রতাকরে ॥

সুখীর-গুন ।

মায়া ছাড়ি তার রথে প্রেম-পথে যাও ।
ঈশ্বরের প্রতি সদা জ্ঞান-চক্ষে চাও ॥
পাইবে পরম পদ নিত্য সুখে রবে ।
বিশ্ব জনকের অতি প্রিয় পুত্র হবে ॥

মনের প্রতি উপদেশ ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

বুঝিতে না পারি মন, দেখিয়া পরের ধন,
কি কারণ বিবাদিত হও ।
ছাড়িয়া ধর্মের ভূমি, নিজ কর্মভোগে তুমি,
দেবের প্রদেশে কেন রও ॥
না ভাবিয়া কালকাল, যেখানে মায়ার জাল,
সেই খানে চালছ চরণ ।
শুনিলে পরের বশ, অভিমান পরবশ,
কি কারণে হও ওরে মন ॥
স্থির চিত্তে দেখ যদি, সুদীন সম্রাডবধি,
তোরমত সুখী আছে কেবা ।
রাজ রাজেশ্বর বঁারা, নিয়ত করেন তাঁরা,
ভক্তিতাবে তাবনার সেবা ॥
দেখিলে পরের সুখ, সদা কর অধোমুখ,
অমনে তাবনা একবার ।

মুখীর জন ।

নিরন্ত বাহার কাছে, জগত জনক আইছে,
কিসের অভাব ভবে তার ॥

নিকটে স্বজন নাই, এ অসার ভাব নাই,
যদি মন মনে কর ত্রাস ।

না দেখি অসার জন্মে, কি তর তাহার মনে,
বাহার মারের কোলে বাস ॥

তোমার জনক যিনি, অতি বিবেচক তিনি,
তার মত জ্ঞানী নহে কেহ ।

কি কীট, পতঙ্গ, নর, যাদোগণ, যনচর,
সকলের প্রতি সম স্নেহ ॥

দেখ বায়ু, হতাশন, অবনী, আকাশ, বন,
প্রথমতঃ এই পাঁচ ভূত ।

তোমার সুখের তরে, এক বোগে বাস করে,
হইয়া আদেশবহ দূত ॥

দেখ দেখি একবার, মনোহর কি প্রকার,
আপনার সদনের শোভা ।

গগনের বত তারা, তোমার ভবনে তারা,
প্রকাশিছে যাপিকের প্রভা ॥

দিবানিশি রবি শশী, নিরন্তে হুজনে বসি,
রাখেন গৃহের দুই দ্বার ।

কি সুখ এ ঘরে থাকি, পবন চানেন পাখি,
বক্ষণ করেন পরিচার ॥

আবাসের চারি পাশ, সুশোভিত বারমাস,
 রমণীর উদ্যানের ভরে ।

গুচ মর্ষ বুঝা তার, হয় জন মালি তার,
 আজ্ঞা অনুগারে কর্ষ করে ।

বসিলা পাদপোপরে, শিকবরে গান করে,
 স্বরেতে যোগির হয়ে মন ।

মর্ত্যকীর তাবে নিত্য, শিখি দলে করে নৃত্য,
 চিত্তহর ধরিয়া ভূষণ ।

অপরের সরোবরে, সরোজিনী শোভাকরে,
 তাহাতে না যায় মনঃ স্তুধা ।

তোমার সরসী জলে, সত্যত মাসিক জলে,
 সলিলের মাঝে আছে স্তুধা ।

রাখিতে তোমার পদ, বোড়া গাড়ি কি ধ্বিন্দ,
 চড়িবার কিছু নাই কাষ ।

যে পদ তোমার আছে, হয় করী তার কাছে,
 কথার কথার পার লাজ ॥

রাখিলে পিনেশ বোটে, অশেষ আপদ বোটে,
 কেবল জীবনে তারা চলে ।

তোমার কলের তরী, নয় দিবা বিভাবরী,
 চলাইলে চলে জলে স্নেহে ।

রাখিরা আপন কোলে, অতি সুখময় ঘোলে,
 তুখিবারে লজ্জার বতি ।

সুরস সামগ্রী বড, দিতেছেন অবিরত,
 তোমারে জননী বসুমতী ।
 আপন মস্তির দোবে, স্বর্ণ-পরিপূর্ণ কোবে,
 শূন্যময় দেখেছে কেবল ।
 তোমামোদী বাক্যে হলি, বিপাক হইল বলি,
 গুণ জ্ঞান হরিল সকল ॥
 অতএব রিপুচর, প্রথমে করিয়া জর,
 আনহু আপন কর তলে ।
 ঠেগড়ক বিভব তব, এই জগতের সব,
 অধিকার কর জ্ঞান বলে ॥
 ধর্ম রাজে দেহ তার, সাংসারিক যন্ত্রণার,
 যন্ত্রণার উচ্ছেদ হইবে ।
 ঘুচিবে সকল কোড, না হবে কনকি লোড,
 জনকের স্বরূপ জানিবে ॥

সাত্ত্ব-মেহ ।

পয়ার ।

মা, মা কি মধুর রব আছা যরি যরি ।
 স্নেহ কতু আর কাছে বহে সুখকরী ।
 কুনিলে সখিজী নাস শরীর মুড়ায় ।
 দেখিলে মায়ের মুখ হুঃ হুঃ হুঃ বার ॥

জীব অল্প-স্বাকার এ মহাযত্নে ।
 কেবল জীবন বাঁচে জননী-র বলে ॥
 আরা কি যোহিনী যায় যাতের অন্তরে ।
 জীবের শিবের হেতু সদা-বাস করে ॥
 দশমাস দশদিন ধরিয়া জঠরে ।
 যাপন আপন কাল করেন কঠোরে ॥
 ছাড়িয়া সুখের শয্যা ধরাতলে বাস ।
 অলসে অবশ দেহ সঘনে নিশ্বাস ॥
 জাহারে অকুচি অতি দৃশ্য হয় জলে ।
 শির সব শরীর গ্রহণ করে বলে ॥
 উকির ঝুঁকিতে বত নাড়ী রাখা তার ।
 বিরস সরস জব্য, পোড়া মাটি সার ।
 শোণিত সকল হয় জলের যতন ।
 পাণ্ডুবর্ণ মুখে উঠে সতত জুজুণ ॥
 পরে কালে কাল বেশে করে আগমন ।
 বিষম বাতনা দেয় প্রসব বেদন ॥
 বারেক দেখিলে তার ভীষণ আকার ।
 বাঁচিবার আশা যনে নাহি থাকে আর ॥
 সহেন জননী এই বাতনা সকল ।
 হৃদের কয়ল মুখ রেখিতে কেবল ॥
 প্রসব করিলে পুত্র জাহার সজিত ।
 নাহির হইয়া বার বেহের শোণিত ॥

শরীরে না থাকে বল শীত হয় তাতে ।
 পলকে গলকে তাঁর খিল লাগে দাঁতে ॥
 তবু কি যারের মীরা থাকিতে না পেরে ।
 ভুলেন সকল দুঃখ পুত্র মুখ হেরে ॥
 যেমন সুন্দর কিছু দেখিলে নয়নে ।
 বিনা উপদেশে হর্ষ উপস্থিত মনে ॥
 সেইরূপ প্রসবিলে সম্ভান জননী ।
 অস্তুরে আসিয়া স্নেহ উদয় আপনি ॥
 তনয় বদ্যপি হয় অসিত বরণ ।
 প্রস্থতির কাছে সেই কষিত কাকন ॥
 ঘৃণা পিত্ত আহারের সুখভোগ আশা ।
 অপত্য হইলে তাঁর ছাড়ে দেহ বাসা ॥
 সুকোমল শয্যা ছাড়ি সদা কাল থাকা ।
 প্রাণাধিক কুমারের মল মুত্রে রাখা ॥
 গৃহ কায়ে আর তাঁর নাহি সরে মন ।
 সতত দেখেন চক্ষে সম্ভান রতন ॥
 পীযুষ পূরিত স্তন স্নেহে মুখে তার ।
 দেখিলে মলিন মুখ অখিল আঁধার ॥
 দিন দিন সিত পক্ষ সুধাকর সম ।
 জননীর যত্নে বাড়ি পুত্র প্রিয়তম ॥
 নিরত কুমারে রাখি সুকুমার কোলে ।
 সোহাগ করেন কত সুমধুর বোলে ॥

কখন দেখান দীপ আত সাবধানে ।
 কখন ডাকেন চা'য়ে সুধাকর পানে ॥
 “আই আই চাঁদ আই, আই আই আরে ।
 মণির কপালে মোর চিক দিয়া বারে ॥”
 আইলে ঘুমের কাল পুজের রাখি বুকে ।
 ধীরে ধীরে করাঘাত এই বোল মুখে ॥
 “ঘুম পাড়ানিয়া মাসি ঘুম দিয়া যেও ।
 বাটা ভোরে দিব পান গাল পুরে খেও ॥”
 সুকুমার শিশু বসি জননীর কোলে ।
 প্রকল্প বদনে যদি ডাকে মা মা বোলে ॥
 শুনিলে শিশুর সেই আধ আধ স্বর ।
 উধলিয়া উঠে তাঁর সম্ভ্রাম সাগর ॥
 তখনি কবল করে করিয়া ধারণ ।
 পুলকে করেন তার বদন চুম্বন ॥
 স্নতের রোদন সহ্য নহে কোনরূপে ।
 ভাল ভাল দ্রব্য সব দেন চুপে চুপে ॥
 পাইলে সুমিষ্ট কিছু করিতে অশন ।
 বতনে রাখেন তুলে পুজের কারণ ॥
 একপে পালন করি চতুর্ক বৎসর ।
 জ্ঞান বন দিতে হয় বাসনা তৎপর ॥
 শুভদিন শুভযোগে হাতে খড়ি দিয়া ।
 পাঠ হেতু পাঠাশ্রমে দেন পাঠাইয়া ॥

তথায় তনুজ যদি মনোযোগ সহ ।
 শিককের উপদেশে চলে অহরহঃ ॥
 নিত্য নিয়মিত পাঠ করয়ে অভ্যাস ।
 আক্সাদে প্রমুতি পান স্বকরে আকাশ ॥
 কিন্তু যদি সন্ততির নিন্দা কেহ করে ।
 বিষম বিষাদে তাঁর হৃদয় বিদরে ॥
 পাঠালয় হতে যদি নির্গীত সময় ।
 দুই এক দিন ঘরে না আসে তনয় ॥
 তবে পাগলের মত হইয়া অস্থির ।
 কেবল করেন তিনি অন্দর বাহির ॥
 ব্যায়াম করিতে কিম্বা দিবাকর করে ।
 ইন্দুযুগে বিন্দু বিন্দু ঘাম যদি ঝরে ॥
 তখনি অঙ্গজে আনি আপনার পাশ ।
 অকলে মুছায়ে মুখ করেন কাতান ॥
 বিদ্যা আরাধন কিম্বা অর্জন আশায় ।
 হৃদয়ের ধন যদি দূর দেশে যায় ॥
 জননী বিশূন্য দেহ করিয়া ধারণ ।
 রাখেন তাহার কাছে আপনার মন ॥
 সেখানে বিপদে যদি পড়ে সে কুমার ।
 মায়ের দুঃখের আর নাহি থাকে পার ॥
 যেমন প্রবল ঝড় উঠিলে সাগরে ।
 সকল সলিল তার ভোলপাড় করে ॥

সেইরূপ উঠি তাঁর ভাবনা শবন ।
 আন্দোলিত করে দেহ সিদ্ধুর জীবন ॥
 নাহি পান যতক্ষণ শিব সমাচার ।
 কেবল রাখেন পথে চক্ষু আপনার ॥
 সহসা শুনে যদি স্নুতের কুশল ।
 দর দর দুঃখনে হর্ষে বহে জল ॥
 ঝড়ের হইলে শেষ যেমন কীলাল ।
 কল কল রবে নৃত্য করে কিছু কাল ॥
 সেইরূপ চিন্তা ঝড় হইলে অন্তর ।
 হরিষে নাচিতে থাকে তাঁহার অন্তর ॥
 ভাবিয়া দেখিলে আর নাহি হেন জন ।
 পুত্র শিব অভিলাষী জননী যেমন ॥
 এমন মায়ের প্রতি ভক্তি যে না করে ।
 বৃথায় জনম তার অবনী তিতরে ॥
 গুণশালী বলী কিহা ধনবান দীন ।
 কেহ না শুধিতে পারে জননীর ধন ॥
 তথাপি সে উপকার করিয়া স্মরণ ।
 উচিত ভূষিতে সদা প্রসূতির মন ॥

রাজার আদি কারণ ।

পর্যায় ।

“মনুজ সৃজন বিত্ত করিলেন যবে ।

সরল স্বভাব ছিল সমভাবে সবে ॥

কাহারো লোভের সহ ছিলনা আলাপ ।

পাপের প্রতাপে কেহ না পাইত তাপ ॥

পরেতে বাড়িল যত মানবের কুল ।

ফুটিল সংসার গাছে অধর্মের ফুল ॥

পরমার্থ পঙ্কজিনী করি পরিহার ।

করিল মানব অলি পাপ পুঞ্জ সার ॥

সকলের ভালবাসা হইল সে ফুল ।

কাষে কাষে নরকুল নাশিবার মূল ॥

পুলকে ভুলোক বাসি যত বলবান ।

পদে পদে দুর্বলের করে অপমান ॥

তাহারা উপায় কিছু না দেখিয়া আর ।

ছলে করে শক্তিমান লোকের সংহার ॥

এরূপে উভয় দলে সতত বিবাদ ।

সহজে বসতি করা হইল প্রমাদ ॥

পরে সবে মনে মনে করিয়া যন্ত্রণা ।

একতা হইল দূর করিতে যন্ত্রণা ॥

স্বীয় স্বীয় স্বাধীনতা করিয়া অর্পণ ।

জনেক সৃজন দেখি করিল রাজন ॥

তিনি নিজে পক্ষপাত বিহীন হইয়া ।
 পালিলেন প্রজাগণে যতন করিয়া ॥
 পরাধীনে পান করি সুখের সুরস ।
 সকলে হইল সেই ভূপতির বশ ॥”

দেখিলে বিভূর মত করি বিবেচনা ।
 ধরণীতে দীন ধনী সম সর্বজন্য ॥
 রাজা জমীদার আদি যত সমুদয় ।
 ঈশ্বরের দত্ত তার কোন পদ নয় ॥
 সকলি মনুষ্য হতে হয়েছে নির্ধাস ।
 অতএব কেহ প্রভু কেহ নহে দাস ॥
 না বুঝিয়া ধনমদে মত্ত হয় কেই ।
 পশুর সমান অতি অপদার্থ সেই ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মনের রাজত্ব ।

ত্রিপদী ।

ত্রিদিব নগর বাসি, অনন্ত ঞ্জের রাশি,
 অখিলেশ নামে নরপতি ।
 অসীম বুদ্ধির বর্গে, করিলেম করতলে,
 সুরলোক আদি বসুমতী ॥

আপন পুত্রের মত, প্রজাগণে অবিরত,
পালিতেন স্নেহাক নিয়মে ।

দুরিত জনিত রোগ, তাঁর অধিকারে জোগ,
কেহ না করিত কোন ক্রমে ॥

বিমল স্নেহের দলে, সদাকাল মহীতলে,
অকপটে করিত ভ্রমণ ।

কিন্তু দিন দিন তাঁর, বাড়িল রাজ্যের ভার,
বসুধার দুঃখের কারণ ॥

সত্রাট আপনি একা, অসংখ্য প্রজায় দেখা,
অতিশয় কঠিন ভাবিয়া ।

মনে ভাবি মহাজন, এক শত কুড়ি সন,
ধরা তারে দিলেন লিখিয়া ॥

কবুলতি এইরূপ, লিখিলেন মন ভূপ,
তবাধীন চিরদিন রব ।

তোমার নিয়মাবলি, ছাড়িয়া যদ্যপি চলি,
লিখিত ধরনী হারা হব ॥

দলিল লইয়া হাতে, স্বীয় সহচর সাথে,
বাঁশগাড়ি মহীতে করিয়া ।

বাস করিবার তরে, দেহরূপ বাস ঘরে,
উপনীত হইলেন গিয়া ॥

কি কব ঘরের শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,
নানাবিধ কারিগরি ভারে ।

দীপ না জ্বালিতে হয়, সতত আলোকময়,
গবন খেলিছে নরু ঘারে ॥

ভববাসি প্রজাগণে, জানাইল জনে জনে,
নুতন রাজনে দিতে কর ।

কিন্তু সবে তাঁর মতে না আইল কোন মতে,
দেখিলেন ষোড়শ বৎসর ॥

পরে রাগ ভরে অতি, কাম ক্রোধে সেনাপতি,
সমাদরে করিলেন মন ।

আদায় করিতে কর, দুই জন গুণধর,
লোভ মোহ হইল বরণ ॥

নুতন নিয়ম ধার্যা, করিয়া শাসিতে রাজ্য,
অমাত্য হইল অহঙ্কার ।

জমী জরিপের তরে, আশা সহ সহচরে,
লইলেক আমিনের ভার ।

মনের তুকুম ভারি, কিবা নর কিবা নারী,
মার যত বিপক্ষ আমার ।

পরিহরি দয়া যায়া, আগুণে সবার কায়া,
পুড়াইয়া করিবা প্রহার ॥

কর আদায়ের বেলা, কভু না করিবা হেলা,
না ছাড়িবা ক্রান্তি কাক ভিল ।

কাহারো নাহিক মাপ, স্বকরে করিবা মাপ,
মার যেই আছে বিল বিল ॥



মনের আদেশে মদনের সেনাগণ ।
অবনী শাসিতে রণে মাজে সর্বজন ॥
স্মর দেব শর ধনু ধরি নিজ করে ।
তুরঙ্গে চড়িয়া রণে যায় রত্ন ভরে ॥
তালে তালে সুমধুর রণ বাদ্য বাজে ।
দলে দলে সেনা সব চলে নানা মাজে ॥
শিশু কি প্রাচীন যুবা সূদীন কি ধনী ।
মার মার সবাকার এইমাত্র ধ্বনি ॥
যদিও মকর-কেতু যোদ্ধা অতিশয় ।
নিমেষে অনেকে পারে করিবারে জয় ॥
তথাপি সম্মুখ ভাবে না করি সংগ্রাম ।
কেবল কোশলে পূর্ণ করে মনস্কাম ॥
গোপনে সন্ধান করি বিষময় শর ।
প্রথমে যনুজ দলে করে জর জর ॥
পরে মুখে মিত্র-ভাব করিয়া প্রকাশ ।
ভুলাইয়া জানে সবে আপনার পাশ ॥
তথায় মধুর স্বরে বুঝাইয়া বলে ।
ভয় নাই মহাসুখে রাখিব সকলে ॥
যাহারা ভুলিয়া সেই বাক্যে হয় নত ।
পদে পদে অপমান ভোগ করে কত ॥

ভাঙেও ছাড়েনা কাম চাতুরী করিয়া ।
 সতত নিকটে রাখে শিকলে বাঁধিয়া ॥
 পরিশেষে সবাকার গলে দিয়া ছুরী ।
 কোশলে জীবন রূপ রত্ন করে চুরি ॥
 মদনের সেনা সব নিষ্ঠুরের শেষ ।
 নিয়ন্ত মারিছে লোক নাশিতেছে দেশ ॥
 কত শত রমণীর বুক চিরে চিরে ।
 বাহির করিয়া নাড়ী জড়াইছে শিরে ॥
 সুকুমার শিশুগণে মারিয়া আছাড় ।
 চুরমার করিতেছে শরীরের ছাড় ॥
 কাম-রণে কত লোক গেল যমাগারে ।
 কার সাধ্য একাননে তা বলিতে পারে ॥
 আর দিগে চলে রাগ লোহিত লোচন ॥
 গদা করে আরোহণ করিয়া বারণ ।
 অরি কি আত্মীয় বল কেবা চিনে কারে ।
 নর নিরশিলে এক পদাঘাতে সারে ॥
 ঘোর ধুষে রণ-ভূমে উদয় হইয়া ।
 দেখিতে দেখিতে যাকো পড়ে লোক দিয়া ॥
 মেহা-বেগে ভীম গদা ঘুরাইয়া করে ।
 পাঠায় অসংখ্য লোক কালের অধরে ॥
 গলাইলে নাহি ছাড়ে পাছে পাছে যায় ।
 মক্ষিকার মত চূর্ণ করে এক যায় ॥

নিমেষে মরিল এত মনুজের দল ।
 শোণিতে বাড়িল কত সরিতের জল ॥
 গিরির সমান দেখি কুণপের রাশি ।
 হরিষে শকুন্ত কত বেড়াইছে হাসি ॥
 শিবা সব দিবানিশি শব করি কোলে ।
 পাচিবে বলিয়া কঁাদে সকলগ বোলে ॥



আদার করিতে কর নিজ দল বলে ।
 লোভ মোহ দুই জন সমারোহে চলে ॥
 মিথ্যা প্রভারণা নামে গোয়েন্দা দুজন ।
 সুরাগ জানিয়া সদা করিছে ভ্রমণ ॥
 কাহারো তিলেক বাকি পাইলে সন্ধান ।
 লোভের নিকটে বলে তালের সমান ॥
 লোভ মোহ উভয়েই স্মৃগুণ সাগর ।
 ছলে বলে নিজ কাজ সাধিতে তৎপর ॥
 বঞ্চিত আশ্রয় রসে শয়নের সুখে ।
 দাও দাও সদা এই বোল মাত্র মুখে ॥
 বিলম্ব করিলে কেহ রাজ-কর দিতে ।
 মোহ কারাগারে রাখে অগণ সহিতে ॥
 কণ্টকে আবৃত বড় বিষম এ ঘর ।
 প্রবেশ করিবা মাত্র দেখে আসে অর ॥

ভ্রমেও পবন তথা জ্বলিতে না পারে ।
 রবি শশী ভয়ে তার নাহি যায় ঘারে ॥
 কেবল কৰ্কট বিছা, কাল বিষ ধরে ।
 ধরিয়া বিষম কণা কোঁস্ কোঁস্ করে ॥
 সন্ধি না জানিয়া বন্দি যদি দেহ নাড়ে ।
 মহা-দাপে কাল সাপে কামড়ায় ঘাড়ে ॥
 লোভের বিক্রম হেন, নর কি দেবতা ।
 নাহি পারে তার কথা করিতে অন্যথা ॥
 তাহার আদেশ মত হাজার হাজার ।
 রাজ্য পদ হারাইয়া বিপদ রাজ্য ॥
 কেহ কেহ জ্বালাতন লোভের জ্বালায় ।
 ত্রাণ পাইতেছে প্রাণ দান করি তায় ॥
 কেহ কেহ প্রবেশিয়া অপরের পুরী ।
 লোভের কারণে ধন করিতেছে চুরি ॥
 কেহ কেহ করে ধরি লাঠি তরবার ।
 করিতেছে কত শত লোকের সংহার ॥
 জনকের প্রতি ঘেব সহোদর নাশ্র ।
 কেহ কেহ পুড়াইছে পরের আবাস ॥
 গভীর অৰ্ণব পার হোয়ে কত জন ।
 হরিতেছে অপরের প্রাণ রাজ্য ধন ॥
 নরপতি করিবারে লোভে পরিতোষ ।
 হরিয়া প্রজার ধন পুরিতেছে কোষ ॥

সুখীরাঙ্গন

বিচারক ছাড়ি বর্ষ সুখার সুখস ।
অনেকেই সুখার উৎকোচের বর্ষ ।
লোভের গুণের কথা কহিব কি আর ।
পরিভাব নাহি পায় খাইলে সংসার ॥

লম্বু-ত্রিপদী ।

মনের আদেশে, মনোহর বেশে,
ছাড়ি দেহ-রাজ্য বাটী ।
ধরায়ী আশা, চলিলেন আশা,
ধরায়ী মাথের কাটী ॥
কিছু নাই মনে, কেবল কেমনে,
ভুবিবেন নরবরে ।
সদা দুই আঁখি, উজ্জ্বলানে রাখি,
একপ ভাবনা করে ॥
নহচর সব, জয় জয় রব,
করিতে করিতে নার ।
সুখধুর কত, বাদ্য শত শত,
সুখের বাজিছে তার ।
জয় বাসি মনে, সব শকা গণি,
বিষম ডঙ্কার করে ।

ভরে কত জন, ছাড়িয়া ভবন,
গহনে প্রবেশ করে ॥

আশী মহোদয়, স্বদলে উদয়,
হইয়া অগত পুরে ।

অমীদার দলে, ডাকিয়া সকলে,
বলে সত্ৰাটের সুরে ॥

“ বাও সবে ঘরা, যাপ কর ধরা,
ধরিয়া যাপের কাটা ।

না ছাড়িবে নদ, সরোবর হ্রদ,
বাগান বসন্ত বাতী ॥

মনুজ নিকর, ধরিয়া নজর,
দাঁড়াইল দুই পাশে ।

কেহ বোড় করে, রোদনের সুরে,
বিনয় করিছে জালে ॥

ছাড়িয়া আলাপ, আশা মই-যাপ,
করিতে আরম্ভ করে ।

অনুচর গণ, করিয়া শাসন,
পাঠাইল চরে চরে ॥

মাথা যায় কাটা, তুলে এক কাটা,
তরুণ করিলে কেহ ।

যদি কেহ বলে, বিপরীতে চলে,
পুড়ায় তাহার দেহ ॥

হালে ঘাপ করা, সলাগরা ধরা,
 নুতন নিরিক ধরি ।
 আশা তুমি জল, দিলেন সকল,
 হালে বন্দ বন্দ করি ॥

সেনা সহ সেনাপতি কর্মচারি গণ ।
 রাজ্য শাসনের হেতু করিয়া প্রেরণ ॥
 স্বীয় সচিবের সহ মন মহীপতি ।
 করিতে নুতন বিধি ব্যস্ত হলো অতি ॥
 কিন্তু না করিতে কোন বিধির বিচার ।
 সহসা হইল তার শঙ্কার সঞ্চার ॥
 কহিলেন প্রিয় পাত্র দত্তকে ডাকিয়া ।
 তরে কেন পে থাকিয়া থাকিয়া ॥
 দত্ত বলে মহারাজ তর কর কার ।
 কেহ না পারিবে কিছু করিতে তোমার ॥
 যেইরূপ বলবান তুমি ধরাতলে ।
 অবনী কেলিতে পার অর্ণবের জলে ॥
 বিশেষ তোমার সেনা আছে যে সকল ।
 নিষেবে নানিধিতে পারে শত অখণ্ডল ॥
 মনের উক্তি ।

জানি জানি ওহে দত্ত বলি আমি কটে ।
 কিন্তু এক তর পাছে পড়িছে সঙ্কটে ॥

বখন ইজারা আমি লইলাম ধরা ॥
 এইরূপ করুলভি মাঝে ছিল ধরা ॥
 বিভূর নিয়ম যদি না পারি রাখিতে ।
 অধিকার না থাকিলে মোহিনী মহীতে ॥
 বিশেষ লোকের মুখে অনিয়াছি সার ।
 ত্রিভুবন মাঝে তিনি শাস্ত্রের আধার ॥
 কি জানি এ সব যদি পারেন জানিতে ।
 ভাঙিত হইক আমি ধরনী হইতে ॥

দন্তের উক্তি ।

নরবর ভয় কর কিসের কারণ ।
 কে পারে তোমার পদ করিতে হরণ ॥
 কোথা থাকে পরমেশ কে জানে ঠিকানা ।
 জীবিত থাকিলে এতকাল যেতো জানা ॥
 তবে যদি আপনার মনে সঙ্ক হয় ।
 রাখ হারে বলবান হারি কতিপয় ॥

মদের উক্তি ।

ওহে দন্ত যেই যবে আমি করি বাস ।
 কপাট মাছিক, খোলা থাকে বার বাস ॥
 বিশেষ বিভূর প্রিয় আছে এক জন ।
 ভোজ বিদ্যা বিদ্যারদ চতুর শমন ॥
 সে যবে প্রবেশ করে দেহ-রূপ যবে ।
 কার লাগু চেতন থাকিলে তার ধরে ॥

হারবান রেখে কিছু নাহি দেখি কল ।

প্রভুর অপ্ৰীতি লাভ করিব কেবল ।

দন্তের উক্তি ।

যত কাল আমাদের থাকিবে জীবন ।

মায়া করি কি করিবে মায়াবী শমন ।

তোমার নিকটে মোরা আছি এত শূর ।

কতু না পারিবে কাল প্রবেশিতে পুর ॥

অসম সাহস করি তবে যদি আসে ।

আমরা ধরিয়া তারে দিব অনায়াসে ॥

মনের উক্তি ।

কি কারণে কথা কহ পাগলের মত ।

হরিণের হাতে কি হে হরি হয় হত ॥

নীরস তুলার রাশি তৃণ সহকারে ।

প্রবল অনল কি হে নিবাইতে পারে ॥

শমন আমার পুরে আসিবে বধন ।

তোমাদের দেখা কিহে পাইব তখন ॥

না দেখি নুতন মতে অমঙ্গল বই ।

“গাছে চড়াইয়া কিহে কেড়ে লবে ঘই ॥”

দন্তের উক্তি ।

মহারাজ আমাদের জীবন থাকিতে ।

বিচ্ছেদ হবেনা কতু তোমার সহিতে ॥

একি ভাব কেন ভাব কাঞ্চনে নীলে ।
 বুঝিতে না পারি এত ভয় পাও কিসে ॥
 যে মুগল চক্রে প্রভু বিশ্ব দেখা যায় ।
 নিজ মুখ তাহে কেহ দেখিতে না পায় ? ॥
 তুলোক নিবানি সবে জানে জনে জনে ।
 আপনি আপন বল বুঝিবা কেমনে ॥
 সুরগণে নাহি পারে জিনিতে তোমারে ।
 তবে কেন ভয় কর তপন কুয়ারে ॥
 বিশেষ যমের বল কিসের অভাব ।
 তোমার সমান মহে তাহার স্বভাব ॥
 কোন্ কালে অখিলেশে করিয়া সংহার ।
 অধিকার করিয়াছে ত্রিদিব তাহার ॥

যনের উক্তি ।

ওহে দস্ত মরণ হইত যদি তাঁর ।
 এতকাল না চলিত জগৎ সংসার ॥
 বিশেষ কালের সৃষ্টি করিলেন যিনি ।
 এমন মৃত্যুর বশ কতু নন তিনি ॥
 বিভূর শরীরে যম বহিয়াছে মর ।
 একথা কহিলে তবু হইত প্রত্যয় ॥
 যেমন জলের বিষ জনমিয়া নীরে ।
 কণকাল থাকি সেই জলে যায় কিরে ॥

সুধীর গুন ।

মনের উক্তি ।

নরপতি এ তোমার বুঝিবার তুল ।
কিসে তার জীবিত সে আছে বিশ্বমূল ॥
কত আর প্রকাশিয়া বলিব তোমারে ।
আপন সৃজিতে যদি নাশিতে না পারে ॥
তকর ঘর্ষণে বনে জন্মে যে অনল ।
তবে কেন তাহে পোড়ে সে তক সকল ॥

মনের উক্তি ।

ইচ্ছায় করেন যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় ।
অন্যের সহিত তাঁর তুলনা কি হয় ॥
তবে যদি নিরাপদে রাখিবা আমার ।
যুক্তি দেহ যাহে থাকে দুকুল বজার ॥

মনের উক্তি ।

ছিছি, ছিছি পড়ুক আমার শিরে বাজ ।
বলিলাম কোন্ মুখে এরে মহারাজ ॥
ভীকতার দাস মনে দেখিতেছি আমি ।
কেমন সাহসে হবে সবাকার স্বামী ॥
হে রাজন্ প্রিয়জন ভাবিয়া তোমারে ।
দিলাম আপন যুক্তি শক্তি অনুসারে ॥
তবে যে বিহিত তব বিবেচনা হয় ।
বারশ না করি তাহা কর মহাশয় ॥

মনে মনে

বকা বকি করি মিছে কি হইবে আর ।
 এ কপালে যশ নাই জানিয়াছি সার ॥
 নতুবা জগতে যাহা হয় নাই কভু ।
 কি কারণে হঠাৎ হইবে আজ্ প্রভু ॥

মনের উক্তি ।

হাঁহে দস্ত বল দেখি কি আজ্ এমন ।
 নুতন সংসার মাঝে হয়েছে ঘটন ॥

দস্তের উক্তি ।

মহারাজ মহীতলে ইহা বলে কে না ।
 “হাকিম কিরিলে কভু ছকুম করে না ॥”
 কাল্ পাঠাইলে রাজ্য করিতে শাসন ।
 কামদেব ক্রোধ আদি মেনাপতি গণ ॥
 আজ্ কি বলিয়া তুমি কোন্ মুখ নিরা ।
 সে সকল লোকে পুন আনিবা ডাকিয়া ॥
 কুশল হইবে তব স্বদেশে বিদেশে ।
 কেহ না করিবে মান্য আর অবশেষে ॥

মনের উক্তি ।

এখন আমারে তুমি কি করিতে বল ।

দস্তের উক্তি ।

অলীক আশঙ্কা হাড়ি ঘোর মতে চল ॥

মনের উক্তি।

বল দেখি শুনি ওহে কি মত তোমার।

দস্তের উক্তি।

স্ব বলে স্বাধীন স্বামী হও সবাকার ॥

শেষ ভাবি পরমেশে না করিও ভয়

আপন বাসনা মতে কর সমুদয় ॥

ইহাতে বিপদ যদি ঘটে নরবর।

দিও দিও সব দোষ আমার উপর ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

দস্তের তান্ডনা ক্রমে, ভূপতি পড়িয়া ভ্রমে

পর বশ ভাবি বিড়ম্বনা।

আপনি স্বাধীন ভূপ, অবনীতে এইরূপ,

ত্বরা করি দিলেন ঘোষণা ॥

পরম প্রভুর প্রতি, আর না থাকিল প্রীতি,

তপন তনয়ে পাশয়িল।

আপন বাসনা মত, মুক্তন নিয়ম মত,

অবিরত করিতে লাগিল ॥

তর পেরে সুবিচার, ছাড়ি রাজ দরবার,

পলাইল বিজয় কাননে।

উৎকোচের উচ্চ রব, প্রবান প্রবৃতি সব,

মুক্ত বত মনের শাসনে ॥

সুধীরঞ্জন।

ও দিগে মদন রাগ, শাসিতে প্রজার ভাগ,
 কত শত দেশ করি নাশ।
 লুটিত ভবের রাশি, লোয়ে সমারোহে আসি,
 উপনীত মনের আবাস ॥
 মিটাতে মনের কোভ, করাদার করি লোভ,
 দেহ পুরে করিল প্রবেশ।
 মাপিয়া যুক্তিকা নীরে, আশা আইলেন কিরে,
 আলো করি সমুদয় দেশ ॥
 সকল দেখিয়া সবে, মহারাজ মহোৎসবে,
 সবাকারে করি সমাদর।
 হীরা মণি মরকত, মাণিক্যাদি জহরত,
 শিরপা দিলেন বহুতর ॥
 বত ছিল সমুদয়, ঘুটিল ভূপের ভয়,
 দেহ-পুরে জয় জয় রব।
 তানপুরা ধরি করে, কালোয়াতে গান করে,
 নাচিছে বায়ের দল সব ॥
 শরীর ছাড়িল শোক, সুদীন পীড়িত লোক,
 কেহ নাহি থাকে নিরাশোদে।
 মনের আদেশ পেয়ে, শহরের বাবু ভেয়ে,
 যজিলেন বার নারী মদে ॥
 কে কোথা দেখেছে কার, বেইরূপ এ রাজার,
 অমুগন বিষয় প্রতাপ।

কি হবে বরিয়ান নর, ভরে মরে দিবাকর,
 অনলের অঙ্কে উঠে তাপ ॥
 দিবা নিশি দেশে দেশে, পবন বেড়ায় ভেসে,
 মহী কাঁপে মনের জ্বালায় ।
 গগণের তারাচর, পাইয়া পরম ভর,
 থেকে থেকে ছুটিয়া পলায় ॥

পন্নায় ।

দেহ-পুরে হইতেছে অশেষ আঘাত ।
 ভুলোক বাসির কিন্তু বিষম বিপদ ॥
 কত লোক কাম-বাণে হোরে আনুঘ্য ।
 কাতর হইয়া অতি বরিয়াকে ধরা ॥
 কত লোক জ্বালাভন রাগের জ্বালায় ।
 মারিছে অসির কোপ আপন গলায় ॥
 লোভের তাড়না ভয়ে কত শত জন ।
 পারাবার পায় হোরে করে পলায়ন ॥
 কত লোক বাঁধা আছে মোহ কারাগারে ।
 স্বকীয় শরীর কেহ নাড়িতে না পারে ॥
 আশার আসার লাড়া গেরে কত লোক ।
 রহিয়াছে দাঁড়াইয়া স্থির করি চোক ॥
 একাধ দৈবর কোন কার্যের কারণ ।
 করিলেন হতভাগ্য মর্ত্যে আগমন ॥

সুদীন জন্মের তথা শুনিয়া বিলাপ ।
 আপন অন্তরে মহা পাইলেন তাপ ।
 তখনি প্রজার চুঃখ করিতে মোচন ।
 ডাকিলেন* বিবেক নামেতে এক জন ।
 বিক্রমে বিশাল ইনি গুণের সাগর ।
 ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে তৎপর ॥
 বিবেক প্রভুর আজ্ঞা নিজ শিরে ধরি ।
 দাঁড়ান নিকটে আসি ষোড় কর করি ॥
 তাঁহারে নিকটে দেখি ত্রিলোকের রাজ ।
 বলিলেন হুঁরা যাও দেহপুর মাঝ ॥
 শুনিলাম তথা নাকি মন মহাজন ।
 করিতেছে অতিশয় প্রজার পীড়ন ॥
 আমার নিয়ম আর নাহি মানে সেই ।
 মহীর স্বাধীন স্বামী হয়েছে নিজেই ॥
 ইজারার কবুলতি এই লও সাথে ।
 আগে কিছু না বলিয়া দিও তার হাতে ॥
 পরে সুধাইবে সব উত্তর উত্তর ।
 অতি সাবধানে শুনো কি দেব উত্তর ॥
 দোষী যদি হয় সেই প্রমাণের দ্বারে ।
 বিচারের মতে তুমি সাজা দিও তারে ॥

বিবেক 'যে আজ্ঞা' বলি লোয়ে সেনাদলে ।
 মনের শাসন হেতু দেহ-পুরে চলে ॥
 সহসা মনের সহ না করি বিরোধ ।
 আগে তার নয় দ্বার করিলেন রোধ ॥
 আপনি শরীর ঘরে প্রবেশ করিয়া ।
 সভা করি বসিলেন অগণ লইয়া ॥
 দুজন প্রধান দূত খোলা করবারে ।
 তখনি চলিল দোষী মনে ধরিবারে ॥
 কিবা ঈশ্বরের ইচ্ছা দোষ থাকে বার ।
 বাতাসে নড়িলে পাতা প্রাণ উড়ে তার ॥
 আইল দূতেরা যবে মনের সম্মুখ ।
 দেখিয়া তাহার ভয়ে শুকাইল মুখ ॥
 কি করে উপায় কিছু না দেখিয়া আর ।
 আদ্য ভাঙ্গা স্বরে সুধাইল সমাচার ॥
 কে তোমরা এখানে আইলা কি কারণ ।
 প্রতারণা না করিয়া বল বিবরণ ॥
 দূত বলে মোরা সব বিবেকের চর ।
 আজ্ঞা মতে আসিয়াছি তোমার গোচর ॥
 নিজ কর্মচারীগণে লইয়া স্বরায় ।
 চল চল নরপতি তাঁহার সভায় ॥
 মন বলে কি বলিস হাঁরে দুরাচার ।
 কেবা সে বিবেক তোর সভা কোথা তার ॥

শুকাইল পাখানন, দলীল দেখিয়া মন,
 ছু নয়ন করিলেন স্থির ।
 নিখাল হইল রদ, ঘন ঘন কাঁপে শব্দ,
 ঘামে সব ভাসিল শরীর ॥
 দেখিয়া বিকৃতি ভাব, বিবেক মনের ভাব,
 অনারাসে করি অনুভব ।
 বিশেষ জানার তরে, তথাপি কোমল স্বরে,
 সুধালেন সমাচার সব ॥
 “হাঁহে মন বল দেখি, তোমার বিচারে একি,
 নহে তব বুঝিবার ভ্রম ।
 ইজারা করিয়া ভূমি, কাহার কথায় তুমি,
 ভাঙ্গিয়াছ বিভূর নিয়ম ॥

মন বলে মহাশয়, এ আমার দোষ নয়,
অহঙ্কার এ রোগের মূল ।
তাহার কথায় ভুলে, পিছু পানে চোক তুলে
না চাহিয়া ষটিল তুমুল ॥

সেই তোষামোদ করি, পতকে করিল হরি,
বাড়াইল আমার বিক্রম ।
তাহার কথায় আমি, হইয়া কুপংগামী,
ভাবিলাম বিভূর নিরম ॥

লোভ মোহ ক্রোধ কাম, প্রজাগণে অবিরাম,
করে নাই অপমান বই ।

আমি তা সবারে প্রভু, প্রহার করিনে কভু,
তবে কিসে অপরাধী হই ॥

সবাকারে আনি ডেকে, সত্য মিথ্যা একে একে,
সুধান্ আপনি সবিশেষ ।

এক জন করে দোষ, আরের উপরে রোষ,
বুঝি তাই ঘটে মোর শেষ ॥

শুনিয়া তাহার বাণী, বিবেক পরম জ্ঞানী,
একে একে ডাকিয়া সকলে ।

মনের বাসনা মত, কাম দেবে প্রথমতঃ,
সুধালেন সবিশেষ ছলে ॥

পর্যায় ।

“হাঁহে কাম বল দেখি কিসের কারণ ।

করিলেন পরমেশ তোমার সৃজন ॥”

কামের উক্তি ।

জগতে নুতন প্রজা করিতে পত্তন ।

হয়েছে আমার এই তবে আগমন ॥

বিবেকের উক্তি ।

তবে কি কারণে তুমি তাহা না করিয়া ।

বেড়াও ভুলোক যাবে লোক বিনাশিয়া ॥

সুধীরঞ্জন ।

কামের উক্তি ।

দেখুন বিচার করি আপনিত জ্ঞানী ।
স্বৈচ্ছায় কাহার কিবা করিয়াছি হানি ॥
মনের সেবক মোরা চিরকাল সবে ।
তঁার মতে না চলিলে কিসে পদ রবে ॥
করেছেন পরমেশ অধীন তাঁহার ।
বেজার হইলে তিনি চলেনা আহার ॥
প্রজায় শাসিতে নারি মন মহীপতি ।
সমাদরে করিলেন মোরে সেনাপতি ॥
কাষে কাষে আপনার যত দূর বল ।
করিয়াছি তাঁর হেতু প্রকাশ সকল ॥
মিছা নয় মহোদয় কত শত লোক ।
গমন কোরেছে মোর বাণে পর-লোক ॥
অদ্যাপি অবনী বাসী মানব সকলে ।
উঠিলে আমার নাম আগে রিপু বলে ॥
কিন্তু মহীতলে আমি উপকারী বই ।
মনুজ দলের কভু অপকারী নই ॥
আমা বিনা না হইত জীবের সঞ্চার ।
এত দিন ছারে খারে বাইত সংসার ॥
তবে পরিতোষ করি মন মহারাজে ।
দগ্ধিত হয়েছি অতি অনেকের মাঝে ॥

কি লাভ হইবে ঘোরে করিলে তাড়ন ।
 আগে কর মহাশয় মনের শাসন ॥
 মন যদি নাহি পড়ে অশ-বারি কুপে ।
 নর কি বাতনা কতু পায় কোন রূপে ॥
 মনই দোষের মূল তাঁর কথা ক্রমে ।
 কেবল পাপের দল দেশে দেশে অমে ॥
 লোকের মঙ্গল করি যদি চান বশ ।
 প্রথমে ককন মনে আপনার বশ ॥

পয়ার ।

স্মর মুখে সবিশেষ করিয়া শ্রবণ ।
 বিবেক বিদায় তারে দিলেন তখন ॥
 কিন্তু তার কথা দৃঢ় করিবার তরে ।
 রাগে ডাকিলেন রাগে বিচারের ঘরে ॥
 উদয় যখন ক্রোধ হইল তথায় ।
 লোহিত লোচনে তিনি कहিলেন তায় ॥
 হারে রাগ কার কথা ক্রমে তুই বল ।
 বল করি বিনাশিলি মনুজের দল ॥
 স্বেচ্ছায় হইলি ভবে শত্রু সবাকার ।
 এখন কিছুতে তোর না দেখি নিস্তার ॥

ক্রোধের উক্তি ।

লহু-ত্রিপদী ।

না করি বিচার, কেন বার বার,
হে বিবেক গুণধর ।

মিছা সাধে সাধে, কোন অপরাধে,
আমারে ভাড়া কর ॥

আমি আছি যেই, হোয়ে থাকে সেই,
দুষ্কের দমন হবে ।

তবু কি জঞ্জাল, মোরে চির কাল,
শত্রু শত্রু বলে সবে ॥

তবে চির দিন, মনের অধীন,
কোরেছেন পরমেশ ।

চলে না কি করি, তাঁর মতে চরি,
বিনাশ করিয়া দেশ ॥

যোর প্রতি হেন, কোপ দৃষ্টি কেন,
কিছুই বুঝিতে নারি ।

মহাশয় মনে, রাখিলে শাসনে,
আমি কি করিতে পারি ॥

বিবেক সূজন, ক্রোধের বচন,
প্রবণ করিয়া কাণে ।

ডাকিলেন দোহ, লোভ আর ঘোহে,
আপনার সম্মিধানে ॥

বলিলেন হাঁরে, কেন সবাকারে,
বিষম যাতনা দিলি ।

কার বোলে নর, বিনাশিয়া কর,
আদায় করিয়া নিলি ॥

লোভের উক্তি ।

ত্রিপদী ।

লোভ ঘোড় করে কয়, বিবেক মহাশয়,
আপনিত গুণের আধার ।

কাতরে ককণ হোয়ে, বিশেষ প্রমাণ লোয়ে,
বিধি মত ককণ বিচার ॥

ইচ্ছাক্রমে আপনার, অহিত করেছি কার,
তবে আমি মনের অধীন ।

কি করি মানুষ কত, তাঁহার আদেশ মত,
বিনাশ করেছি প্রতি দিন ॥

না তুষিলে মন ভূপে, অবনীতে কোন রূপে,
ধাকিতে না পারিতাম প্রভু ।

অগত্যা বিপথ গামী, ফলে মহাশয় আমি,
প্রজার বিপক্ষ নই কভু ॥

আমি না থাকিলে লোকে, না তরিত ইহ-লোকে,
ধর্ম কর্ম দূরে যেতো সব ।

আতপে কুবক দল, কতু না ধরিত হল,
না থাকিত দানের গৌরব ॥

পৃথিবী পুরিত ঘাসে, স্বামী ভার্য্যা এক বাসে,
কখনই না করিত বাস ।

পশু বৎ নিরন্তর, থাকিয়া করিত নর,
অনাদরে বিদ্যায় বিনাশ ॥

মোহের উক্তি ।

পর্যায় ।

মোহ বলে মহাশয় মোর দোষ কিবা ।
মনের আদেশে আমি কিরি নিশি দিবা ॥
মিছা নয় তাঁর আজ্ঞা ক্রমে নর-গণে ।
নাথিয়াছি কারাগারে নিগূঢ় বন্ধনে ॥
যদিও বাতনা তারা পাইতেছে তায় ।
না পারিবে অপরাধি করিতে আশ্রয় ॥
কারণ প্রভুর কাছে কর্মচারিগণ ।
প্রাণ পণে হইবেক বিশ্বাসভাজন ॥
আমিত মনের দাস বিদিত ভুবনে ।
তবে তাঁর বিপরীতে চলিব কেমনে ॥
কেবল অজ্ঞানরূপ তিমিরের ঘোরে ।
মলুবানিকর বলে প্রতিপক্ষ ঘোরে ॥
ভাবিয়া না পাই হয় কি কালের গতি ।
কলে আমি সবাকার হিতকারী অতি ॥

আমি না থাকিলে কিহে সম্ভান রতন ।
 পালিত জননী এত করিয়া যতন ॥
 কেবল আমার জন্য ঘানব নিকর ।
 হইয়া সমাজবদ্ধ থাকে নিরন্তর ।
 কণকাল আমি যদি ছাড়ি এ সংসার ।
 মোহিনী ধরণী ধামে বাস করা ভার ॥
 জানেন বিশেষরূপ সকলের ভাব ।
 আমারে তাড়না করি কি হইবে লাভ ॥
 আপনি করেন যদি মনের শাসন ।
 কি করিতে পারি মোরা অনুচর গণ ॥

লোভ মোহ নিবেদিলে বিবরণ সব ।
 স্বমনে মনের দোষ করি অনুভব ॥
 তদুভয়ে গুণাকর সাবধানে রাখি ।
 আনিলেন আশা আর অহঙ্কারে ডাকি ॥
 বলিলেন হাঁহে আশা কিসের কারণে ।
 পাতিয়া কু-আশা জাল জড়াইলে মনে ॥
 আশার উক্তি ।

আশা বলে অপরাধ কি দেখিলে মোর ।
 তবে মনিবের দোষে হইয়াছি চোর ॥
 দেখুন আপন মনে বিবেচনা করি ।
 কে কোথা আমার সম আছে শুভকরী ॥

কেবল আমার বলে যত জীবগণ ।
 দাক্ষণ সংসার ভার করয়ে বহন ॥
 যখন বিষম যম দূত সহকারে ।
 আগমন করে কোন লোকে ধরিবারে ॥
 মহা ককে বিকারীর কণ্ঠ করে রোধ ।
 শরীর পাষণ সম হিম হয় বোধ ॥
 সম্মিহিত ভিষকের মুখ দেখি ভার ।
 চারি দিকে বন্ধুগণ করে হাহাকার ॥
 রোগী নিদাক্ষণ জ্বালা সহিয়া নিদানে ।
 সাহায্য কারণে চায় সকলের পানে ॥
 কিন্তু শোকাকুল হোরে প্রিয় পরিবারে ।
 প্রাণের ভরসা কেহ নাহি দেয় তারে ॥
 সহজে কাদিয়া ছাড়ে সম্মনে নিশ্বাস ।
 তখনো তাহার সহ আমি করি বাস ॥



যখন সমুদ্র যান করি আরোহণ ।
 গভীর অর্ণব মাঝে যায় কোন জন ॥
 একে পোতারোহী নেত্রে না দেখিয়া কুল ।
 কেমনে তরিব এই আতঙ্কে আকুল ॥
 তাহে যদি অকস্মাৎ হইয়া উদয় ।
 প্রবল প্রতাপ সহ ঝঙ্কারাত বয় ॥

পূরিত সমান উঠি উরঙ্গ নিকরে ।
 পারাবার পোত সহ কত রঙ্গ করে ॥
 কখন ডুবার জলে কখনো ভাসায় ।
 নাবিক ছাড়িয়া হালি করে হার হার ॥
 জড়ের সমান সবে ঝড়ের কোঁতুকে ।
 ডুবিল ডুবিল এই বোল যাত্র মুখে ॥
 ভয়ে আরোহির মুখে নাহি সরে ভাষ ।
 তখনো তাহার সহ আমি করি বাস ॥

অধিক কহিব কত ওহে গুণধারি ।
 শুধু আমি মানবের নই উপকারী ॥
 ভাবিয়া দেখিলে স্থির ভাবে মহাশয় ।
 ধর্ম কর্ম সমুদয় আমা হতে হয় ॥
 আমি না থাকিলে বল কোথা কোন জনা ।
 করিত চরম ভাবি সত্য আলোচনা ॥
 মরিলে কি হবে তার ঠিকানা কে জানে ।
 তথাপি আমার জন্য পরলোক মানে ॥
 স্মৃজন পড়িলে সাংসারিক দুঃখ কুপে ।
 তখনি তাহারে আমি বলি চুপে চুপে ॥
 এ দিন রবেনা তব ভাবনা কি তার ।
 পরিণামে নিত্য দুখ হইবে তোমার ॥

সবিশেষ নিবেদন করিলাম সব ।
 ককন বিচার মতে বা হয় সস্তব ।
 পরের করিলে হিত যদি দোর বটে ।
 তবে মহাশয় আমি অপরাধী বটে ।
 কিন্তু প্রভু তাহে যদি নাহি থাকে দোষ ।
 করিলেন অকারণে ঘোর প্রতি রোষ ॥
 শুভ-করী আশা আমি জানে বিজ্ঞ জনে ।
 কু-আশা হোয়েছি মাত্র মনের কারণে ॥
 তিনি কুমন্ত্রণা করি দন্তের ভাষায় ।
 মন্দ পথে পাঠাইয়া দিলেন আমায় ॥
 শাসন করিয়া দিলে মন যহীপালে ।
 অশিব হবেনা কারো আর কোন কালে ॥

মখন হইল শেষ আশার বচন ।
 বিবেক নিকটে আনি অহঙ্কারে কন ॥
 হাঁহে দন্ত বড় পদ পেয়েছ অতুল ।
 তুমি না কি সবাকার বিপদের মূল ॥
 তোমার কথার মন পড়ি জয়-কূপে ।
 পাশরিল ত্রিলোকের পিতা বিশ্বরূপে ॥
 তাদিল স্রুচাক মত বিধান তাঁহার ।
 পদে পদে অপমান করিল প্রজার ॥

মহাকারের উক্তি ।

সতয় হইয়া দস্ত ঘোড় করে কয় ।
 বাহা বলিলেন প্রভু মিথ্যা কিছু নয় ॥
 কিন্তু অপরাধ নাহি পারিবেন দিতে ।
 না গেলে কে পারে কারে মন্দ পথে নীতে ॥
 কেবল মহীতে আসা পরীক্ষা কারণ ।
 সবিশেষ মহাশয় জানে না কি মন ?
 থাকিত তাঁহার যদি বোধে অধিকার ।
 তবে কেন ভুলিলেন বচনে আমার ॥
 মনের অধীনে বাস করি বার মাস ।
 ইচ্ছায় পারেন তিনি করিতে বিনাশ ॥
 অজ্ঞানের মত তবে কিসের কারণ ।
 করিলেন রাজ্য তার আমাকে অর্পণ ॥
 যে দেশের নরপতি মন্ত্রির অধীন ।
 যজ্ঞগায় তার প্রজা থাকে চির দিন ॥
 অপরাধী আছি বটে অবনী তিতর ।
 মন কিন্তু মহাশয় দোষের আকর ॥
 তাঁহারে পারেন যদি শাসন করিতে ।
 অশিব ঘটে না আর কখনো মহীতে ॥
 কিসে জ্ঞানিগণ কষ্ট ন জানি কারণ ।
 কলে সকলের আমি শোক নিবারণ ॥

আমি না থাকিলে পারে কে করিতে আর ।
 এই ধরণাতে পাপ পুণ্যের বিচার ॥
 অনেকে আমার জন্য ওহে মহোদয় ।
 চরিতে পাপের পথে মনে করে ভয় ॥
 যদিপি বলেন প্রভু সে আর কেমন ।
 শুনুন-বিশেষ তার বলি বিবরণ ॥
 যদি কোন নর যায় পাতকের পথে ।
 তাহারে করয়ে ঘৃণা অপর তাবতে ॥
 সহজে সে পথে দেখে অপমান অতি ।
 পুনরায় সে তথায় নাহি করে গতি ॥
 ঘৃণার আঁকর আমি শুন যে কারণ ।
 জগতে যদিপি দোষ করে এক জন ॥
 অপর যে দোষে দোষী নাহি হয় যদি ।
 অহঙ্কারে ঘৃণা তারে করে তদবধি ॥

ত্রিপদী ।

বিবেক পরম গুণী, সব বিবরণ শুনি,
 বিবেচনা করিলেন শূল ।
 কাম ক্রোধ লোভ আদি, সকলেই অপরাধি,
 কিন্তু মন অনর্থের মূল ॥
 তাহার আদেশ মত, অধীনেরা অবিরত
 পীড়ন করিল প্রজাগণে ।

শাসন করিলে তারে, আর কেহ এ সংসারে,
ডুবিলেমা বস্ত্রশা জীবনে ॥

পর্যায় ॥

এতেক অন্তরে ভাবি বিবেক সুজন ।
করিলেন সম্বিহিত মনে সম্বোধন ॥
ওহে মন সবিশেষ গুনিলে সকল ।
এখন বিধান মতে বিহিত কি বল ॥
মনসিজে অপরাধি করিতেছ বটে ।
কিন্তু যুক্তিমতে তার দোষ কই যটে ॥
আমি জানি ভাল মতে তব সেনাপতি ।
ভুবন-বাসির প্রিয় হিতকারী অতি ॥
তুমি তারে মন্দ পথে না লইয়া যদি ।
ভার্য্যার প্রণয়ে বদ্ধ রাখ নিরবধি ॥
রহেনা ঘেঘের লেশ দেশের ভিতরে ।
সতত সকলে ভাসে সুখের সাগরে ॥
কি বলিব সুপাক্ষিত প্রণয়ের গুণ ।
নিষেকে দিবার বত বনের আশ্রণ ॥
এক প্রমদার প্রেমে বদ্ধ থাকে কারা ।
দাক্ষণ সংসার তার কুহু করে তারা ॥
আশা অহঙ্কার ক্রোধ মোহ আদি বত ।
তোমার অধীনে তারা থাকে অবিরত ॥

যে পথে লইলে সবে গেল সেই পথে ।

এখন দণ্ডের যোগ্য তুমি বিধিমতে ॥

এতেক বলিয়া ডাকি নিজ অনুচর ।

বলেন বাঁধরে মন ভূপতির কর ॥

ত্বরায় লইয়া যাও দুঃখরূপ দ্বীপে ।

পরিভাপ পরিপূর্ণ কূপের সমীপে ॥

সে কূপ মাঝারে মনে কেলিবে নির্যাস ।

ক্রমিগণ তার সহ করিবেক বাস ॥

সমুদয় তমোময় নয়নে দেখিবে ।

প্রতিক্রমে কীটগণে দংশন করিবে ॥

বিবেকের আত্মা পেয়ে অনুচর গণে ।

তখনি কূপের কাছে লইলেক মনে ॥

সেই খানে ছিল এক প্রকাণ্ড ভূধর ।

বাঁধিয়া রাখিল তাহে তাহার উপর ॥

মনের দুর্গতি শুনি মানব নিচয় ।

দেখিতে আইল সবে হইয়া নির্ভয় ॥

ভূকহে চড়িয়া কেহ ভূমে দাঁড়াইয়া ।

মনে উপহাস করে হাসিয়া হাসিয়া ॥

যমের সমান যারে দেখিয়াছে কাল ।

অনায়াসে আজ্ সবে তারে দেয় গাল ॥

কেমন বিতুর বাহ্মা বুঝিতে সন্দেহ ।

অসময়ে পাতকির বন্ধু নয় কেহ ॥

ও দিগে বিবেক লোয়ে নিজ অনুচর ।
 উপনীত হইলেন বধা মহীধর ॥
 সমুদ্রে জাহারে দেখি প্রজাগণ সব ।
 মনের আনন্দে করে জর জর রব ॥
 বিবেক ইসারা করি বলিলে স্বচরে ।
 তখনি লইল মনে গিরির শিখরে ॥
 পরাইল বধ্যবেশ দেখিতে দেখিতে ।
 কমালে বাঁধিল চোক দুবাছ দড়িতে ॥
 দুজনে তুলিয়া শূন্যোপরি মন ভূণে ।
 মহা বেগে কেলিলেক পরিজাপ কূণে ॥
 মনের পাপের প্রাণ বাইবার নয় ।
 পদে সম্বরণ করি জল মাঝে রয় ॥
 কীটের কামড় কিছু না পারি সহিতে ।
 ওরে মা গেলাম রব লাগিল করিতে ॥
 পরে বিবেকেরে ডাকি সবিস্ময়ে কয় ।
 ককণা কটাক করি ওহে দয়াময় ॥
 এইবার মোরে যদি করহ উদ্ধার ।
 কখন এমন কর্ম করিব না আর ॥

অতএব শিব যদি চাও হিন্দুগণ ।
 আগে কর জ্ঞান বলে স্বমনে শায়ন ॥

তারে বশীভূত যদি পারহ রাখিতে ।

কতু না পারিবে কেহ মন্দ পথে নীতে ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

ভারতবর্ষের বিলাপ ।

রূপক ।

আমি এক দিবস কোন সুরমা বিজন কাননের চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইরাছিলাম । পরে স্বপ্ন-দেবী সজ্জিতা হইরা মল্লিকটে আগমন পূর্বক আমাকে জাগরিত করিয়া কহিলেন হে মিত্র যদি বন দর্শনের অভিলাষ হইরা থাকে অবিলম্বে আমার সমভিব্যাহারে আইস । আমি অবগ্ন মাত্রে তাঁহার অঙ্গগামী হইলাম এবং বহুক্ষণ ভ্রমণান্তর উল্লিখিত অটবীতে প্রবিষ্ট হইরা যখন তাহার অতুলা শোভা সম্ভর্শন করিতেছিলাম তখন মার্ত্তণ্ডদেব অথও অণ্ড-কটাহ পরিভাগ পূর্বক চরমাচল চূড়াবলম্বী হইলেন । শশধর স্বীয় সৈন্ত দল সহকারে মহাভয়ে অধর রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন । আমরা নিশাগমনে হতশ এবং পথাদির ভীষণ নাদে ভীত হইরা এক বৃহৎ বৃক্ষারোহণ পূর্বক নিঃশব্দে কাল বাপন করিতে করিতে অনতি বিলম্বে এইরূপ দেখিলাম ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

এক স্বর্গ বিদ্যাধরী, জীর্ণ পরিচ্ছদ ধরি;
উকতলে আসি উপস্থিত ।

অদৃষ্ট নেত্রের তারা, নিরন্তর নীর-ধারা,
নীরদ নয়নে বিগলিত ॥

এলো কেশী একেশ্বরী, কাঁপিতেছে ধরহরি,
শোকানলে সদা দেহ দেহে ।

শশাঙ্ক জিনিয়া মুখ, দেখিলে বিদরে বুক,
আবৃত বিষাদ বারি বহে ॥

বক্ষে করাঘাত করি, বলে যারে পরিহরি,
কোথা রাম রাজীব লোচন ।

দুঃখ রূপ দাবানলে, মম মন তৃণ জ্বলে,
দহঁ হয় শরীর কানন ॥

হার রে ভারত ভূপ, মাতৃ হৃদে চিন্তাকূপ,
খাদ্ করি লুকালি কোথায় ।

তোর নামে নাম ধরি, কত কষ্টে কাল হরি,
মনে হোলে শোণিত শুকায় ॥

কোথা প্রিয় পুত্র বলি, মন দুঃখ শুন বলি,
তোমা বিনে বলি কেবা আর ।

ধরিয়া উদরে তোরে, লোকে ঘণা করি ঘোরে,
কুছা কথা কহে বার বার ॥

মরম সাগর নীরে, ভাসাইয়া জননীরে,
কোথায় গেলিরে সুধিস্তির ।

প্রীতির দুঃখ স্মরি, মা-মা মা-মা শব্দ করি,
কোলে আর ধনঞ্জয় বীর ॥

পবন তপনানলে, ইন্দ্র আদি দেব দলে,
তব রণে পরাভূত হবে ।

হইয়া তোমার মাতা, আছি কোরে হেঁট মাতা,
শবে আর কত জ্বালা হবে ॥

ওরে প্রাণাধিক কর্ণ, আমার কথায় কর্ণ,
একবার দেহরে দেহরে ।

আদিয়া করই শেষ, মায়ের অশেষ ক্রেশ,
শোক শীর্ণ হয়েছে দেহ রে ॥

চঞ্চল হোয়েছে চিত্ত, কোথায় বিক্রমাদিত্য,
বংশ সহ করিলি গ্রন্থান ।

বিজাতীয় অধীশ্বরে, দাঁড়াইয়া বকোপরে,
মারিতেছে বিষম বাণ ॥

কোথা কবি কালিদাস, বাম্বীক্যাদি বেদব্যাস,
কোথা বাছা শঙ্কর আচার্য্য ।

পুনঃ আসি পূর্ব বেশে, উপদেশ কর দেশে,
অধীন করিতে এই রাজ্য ॥

তনিয়া বিলাপ তাঁর, এক চক্ষে শত ধার,
শাখী হতে দামিয়া কুতলে ।

কহিলাম ষোড় করে, নতহোয়ে যুছু স্বরে,
 প্রণমিয়া চরণ কমলে ॥
 কে গো মাতা একাকিনী, পুত্র শোকে বিবাদিনী,
 কাঁদিতেছ বিজন কাননে ।
 শশধর জিনি রূপে, প্রসব করিয়া ভূপে,
 এখানে মা আইলে কেমনে ॥
 দীন হীন এই জনে, জন হীন এই বনে,
 যদি মাতা দেহ পরিচয় ।
 পণ করি প্রাণ রত্ন, করিব অশেষ বত্ন,
 করিতে তোমার দুঃখ কয় ॥
 শুনি সুবদনী নারী, নিবারি নয়ন বারি,
 ছাড়ি এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ।
 বলে শুন বাছাধন, মম দুঃখ বিবরণ,
 স্থূল মাত্র করিরে প্রকাশ ॥
 বিদ্যাগার মহা রাজ্য, যথা ছিল দেব কার্য্য,
 প্রাচীনা ভারত ভূমি আমি ।
 হারাইয়া পুত্রগণে, বিষাদে বিষন্ন মনে,
 হইয়াছি মহারণ্য গামী ॥
 বিদেশীর রাজা আসি, আমার হৃদয় বাসি,
 পুত্র সবে করি পরাজয় ।
 হরিয়া সকল ধন, করিলেক বিসর্জন,
 বেদ বিদ্যা আদি বর্জ্জয় ॥

একে বুদ্ধা বল হীনা, তাহে হয়ে পরাধীনা,
ইচ্ছা হয় ছাড়ি এই কায়া ।

কিস্তি কি বিধির চক্র, মন তাহে হয় বক্র,
কাটাঁইতে সম্ভানের মায়া ॥

মম নব্য পুত্র চয়, নাহি তাবে ধর্ম তয়,
অতিশয় হীনবল সবে ।

আমি ভাসি অঁখি জলে, তারা কিছু নাহি বলে,
এই দুঃখ কবে দূর হবে ॥

অনেকে সুরার ভক্ত, পর প্রিয়া প্রেমানক্ত,
মিছা কথা ভিন্ন নাহি কর ।

ছাড়িয়া প্রাচীন রীতি, পর ধর্ম প্রতি প্রীতি,
বুধা কার্টে সুখদ সময় ॥

বলিতে বলিতে মার, নাহি আর সে আকার,
পুনর্ব্বার চক্ষে ঝরে নীর ।

বিনাইয়া বত হাঁদে, ভারত জননী কাঁদে,
সাধ্য কি লিখিতে লেখনীর ।

দেখি তাঁর অশ্রুপাত, শিরে হয় বজ্রাঘাত,
অচিরাৎ আসি নিজ পুরে ।

বিষম ব্যাকুল মন, স্বপনের বিবরণ,
কহিতে বচন নাহি ক্ষুরে ॥

ভারতের পুত্র বত, জননীর দুঃখ হত,
করিবার চেষ্টা কর মরে ।

নতুবা সবার পক্ষে, কোন মতে নাই রক্ষে,
সর্ববৎ মাতৃ শাপ হবে ।

সত্যবতীর সহিত পাণিনীর
বিবাদ ।

রূপক ।

পূর্বকালে বিশ্বপুরে বিশ্বেশ্বর নামে এক পরম কাক-
নিক ও ন্যায়বান অধীশ্বর ছিলেন । তাঁহার ইচ্ছাবতী
নামী পরম-রূপবতী এক মহিষী ছিল, তদীয় গর্ভে
রাজার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে । রাজা কুমার ও
কুমারীর বদন সুধাকর সম্ভর্ষণ করিয়া সাতিশর সন্তুষ্টি
হওত হুহিতার নাম সত্যবতী ও পুত্রের নাম ধর্ম-রাজ
রাখিলেন । ধর্ম-রাজ তরুণ অকণের ন্যায় সুশোভিত
ও সুদৃশ্য হইয়া পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক হইলে এক জন বিচক্ষণ
আচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, ঐ
নৃপ-নন্দন যখন বয়ঃপ্রভাবে পূর্ণ প্রভাকরের ন্যায়
প্রভাপন্ন ও অশেষ গুণ সম্পন্ন হইলেন তখন বিশ্বেশ্বর
ঈশ্বর সম্ভানের প্রতি সাজাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া
অসং প্রহর বেগে বনবাসী হইলেন । ধর্ম-রাজ অমাত্য
বর্গের সহিত পরামর্শ পূর্বক পিতার প্রীত সুচাক
নিয়মাবলম্বন দ্বারা প্রজাগণকে সুশাসন ও পুত্রের ন্যায়
পরম বড়ে পালন করিতে লাগিলেন । সত্যবতী যৌবন

সীমার উত্তীর্ণ হইলে ধর্ম-রাজ স্ত্রাবানের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন এবং ভারতবর্ষে এক যেনোহর প্রাসাদ নির্মাণ করত তাঁহাদিগকে বাস করিতে কহিলেন। সভাবতী জাতৃ বাক্যে সম্মতা হইয়া স্বীয় স্বামির সহিত উল্লিখিত স্থানে উপস্থিত হইয়া পরমানন্দে রহিলেন। এখানে ধর্ম-রাজ প্রজাপুঞ্জের অবস্থালোকে অভিলষী হইয়া একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে নাক প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় সুখদা নামী এক সুরূপসী কস্তুর রূপ লাভণ্য সম্মুখীন বিমোহিত হইয়া তাহার পাণি গ্রহণ করিলেন এবং নবোঢ়া প্রণয়িনীর সহিত অসংশে প্রত্যাগমন করতঃ পরমানন্দে কাল-যাপন করিতে ছিলেন, এমন সময়ে তথায় এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইল।

বিধ-পুরের অন্তঃপাতি নিরয় নামে এক নগর আছে তথায় নীচ বংশোদ্ভব পাতক নামে উত্তমর্গ বাস করে, সে বহু দিন পর্য্যন্ত বাণিজ্য ব্যবসায় বিলিপ্ত থাকিয়া বহু সংখ্যক ধন সংগ্রহ করত ঐ নগরের পাণিনী নামী এক বিকটাকারী কস্তাকে বিবাহ করিল। অল্পকাল মধ্যে পাণিনীর গর্ভে বহুসংখ্যক পুত্র জন্মিল, পুত্রেরা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে স্ব স্ব পরাক্রম প্রভাবে অনেককে করতলে আনিয়া আপনাদের জরপদবী বিস্তার এবং ধর্ম রাজের রাজ্য লুণ্ঠন, প্রজাপীড়ন প্রভৃতি অশেষ অনিষ্ঠ করিতে লাগিল। ধর্মাম্ভরেতা বারম্বার বারণ করিলে তাহারা নিবেদন না মানিয়া বরং তিরস্কার করিত,

প্রজারা নিতান্ত নিকপার দেখিয়া রাজার নিকট আবেদন
 করিলে রাজা পাতকের সহিত যুদ্ধ করাই জেরো বোধ
 করিলেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! যখন সেনা-
 পতির প্রতি সৈন্ত সংগ্রহের আদেশ করিলেন তখন
 দেখিলেন যে প্রতিপক্ষের পক্ষ হইয়া অনেকেই দুর্জীকা
 বলিতেছে। নৃপতি হতাশাসে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া
 নিজাবাস পরিত্যাগ পূর্বক সম্রাসির বেশে স্বথদার
 সহিত বিপিনবাসী হইলেন। সত্যবতীও জাতার দুরবস্থা
 জ্ঞানে অত্যন্ত শোকাবুলা হইয়া রোদন বদনে ধর্ম্মাধেষণে
 গমন করিলেন। এ দিগে পাপ রাজা স্বীয় সৈন্ত সামন্ত
 সহকারে ভারতবর্ষ আক্রমণ করত ধর্ম্ম কীর্তি বিনষ্ট
 করিয়া স্বাতীক্ট সিদ্ধ করিল এবং পাণিনীর জন্য এক
 মনোরম্য হর্ম্মা নির্মাণ পূর্বক তন্মিকটে এক মনোহর
 সরোবর খনন করিয়া দিল। এক দিন সত্যবতী জাতৃ
 শোকে অধীরা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে
 অত্যন্ত জ্ঞান হইয়া পাণিনীর সরোবরের তীরে উপবিষ্টা
 হইলেন। ঘটনা ক্রমে পাণিনীও সেই সময়ে উপস্থিতা
 হইয়া সত্যবতীকে জিজ্ঞাসা করিল “তুই কে কি জন্য
 এখানে আসিয়াছিস্, আমাকে বল।” সত্যবতী তাহার
 জীবনাকার দর্শনে ভীতা হইয়া কোন বাক্যালাপ না
 করিয়া আধোবদনে রহিলেন, তাহাতে পাণিনী
 রাগান্বিত হইয়া নিম্ন লিখিত মত তৎসনা করিতে লাগিল।

সুখারঞ্জন ।

পাপিনীর উক্তি ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

কে তুমি কাহার নারী, বদন করিয়া ডারি;
বসি আছ নিজ অভিমানে ।

আমার পতির ডরে, দেবতা কিম্বদ নরে,
আসিতে না পারে এই খানে ॥

মাথা হেঁট করি রহ, ডাকিলে না কথা কই,
ভাবে বুঝি নাহি চিনো মোরে ।

ছুটাইব অভিমান, কেটে লোয়ে নাক কাণ,
বিদায় করিয়া দিব তোরে ॥

সত্যবতীর উক্তি ।

পয়ার ।

পাপ রাণী পাপিনীর তাড়নার আসে ।

সত্যবতী সতী অতি যত্নভাবে তাষে ॥

না জেনে এসেছি যদি সরোবর তীরে ।

কমা কর অপরাধ বাই আমি কিরে ॥

যেই রূপ অপরাধ তবরূপ খানি ।

অনুভাবে বুঝি তুমি হবে রাজরাণী ॥

প্রকাশিয়া বলিতে স্বমনে শঙ্কা হয় ।

নিজ পরিচয় দিয়া নাশহ সংশয় ॥

পাপিনীর উক্তি।

त्रिपदी ।

তুমিরা পাপিনী কর, তুমি মোর পরিচয়,
মহারাজ রাণী হই আমি ।

গুণবান ধীর শান্ত,
মহাবল পরাক্রান্ত,
পাতক রাজন মোর স্বামী ॥

কাছ বলে মোর পতি, শাসিলেক বসুমতী,
 ভয়ে কাঁপে দেবতা অসুর ।

নিরর নগরে ধাম,
পাপিনী সুন্দরী নাম,
মিছারাম আমার স্বপ্নর ॥

স্বামির আদেশ ক্রমে,
সহচরণ ক্রমে,
বিনাশ করিতে রাজ নারী।

কার সাধ্য করে রণ, সকলেই করে রণ,
ইন্দ্র চন্দ্র আদি আজ্ঞাকারি ॥

বস প্রিয় পুত্র ঘেঁষ,
 জয় করি বুদ্ধদেব,
 বন অধিবে সদাকাল হরে ।

কলিক্বেতে পরদার, জমিতেছে ঘাঁর ঘাঁর,
কার সাধ্য কে বারণ করে ॥

দেখিয়া দেশের গতি, করিলেন যোর গতি,
বিশ্বাস স্বাতকে সেনাপতি ।

নাহি ভয় অপমানে, সকলে সমান মানে,
নাহি জ্ঞান ভাৰ্যা আর পতি ।

আপনি রজনী অহ, স্বপ্ন পতির সহ,
ভারতের রাজ্যে করি বাস ।

সাধের কোলের ছেলে, না পারি থাকিতে কলে,
ভীককে রেখেছি নিজ পাশ ।

কি কব অধিক আর, সমুদয় অধিকার,
ত্রিলোক আমার করতল ।

অতএব পুনঃ পুনঃ, বলিতেছি শুন শুন,
আপনার পরিচয় বল ।

সত্যবতীর উক্তি ।

লঘু-ত্রিপদী ।

শুন বাহা জানি, পাতকের রাণী,
বিশ্বপুর অধিপতি ।

ধর্মের ভগিনী, আমি অভাগিনী,
নাম সত্যবতী সতী ॥

পাতকের ভয়ে, সশঙ্কিত হয়ে,
জাতি প্রবেশিল বন ।

ভীহার উদ্দেশে, এসেছি এ দেশে,
শুন সব বিবরণ ॥

কি বলিব হার, বুক কেটে হার,
ডাসি শোক পারাবারে ।

এ ভারত ভূমি, বার কর্তী তুমি,
ছিল মম অধিকারে ॥

সত্য যুগে সবে, মহা মহোৎসবে,
পূজিত আমার পদ ।

আমার বচনে, সবে শ্রাণ পণে,
করিত না মিছা মদ ॥

অনেকে জেতার, পূজিত আমার,
কি বলিব যোর মাতা ।

দাশরথি রাম, যোরে অবিরাম
কহিতেন মাতা মাতা ॥

অপরে ছাপরে, মহা সমাদরে,
অনেকে শরণ নিল ।

স্থির শান্ত বীর, তীক্ষ্ণ সুবীর্ভির,
আমার অধীন ছিল ॥

কত কাল তারা, সুদীর্ঘাছে তারা,
অদ্যাপি তাদের বশ ।

পল্লিকল্প বারি, ঘিপক বিভারি,
অমিতেছে দিক্ দল ॥

কাল গেয়ে কলি, পাণ রাজ বলি,
অবলে হরিল সব ।

কি করিতে পারি, নিজে কীণা নারী,

হোয়েছি জিরন্তে শব ॥

যদি পুনরায়, করতলে ধার,

ভারত ভূমির লোক ।

পাপ কুল নাশি, তোরে করি দাসী,

তবে মোর বার শোক ॥

দম্ভা বৃন্তি করি, বর্ষ বন হরি,

সাজায় তোমার বেশ ।

তোর পাপ পতি, অতি মৃত মতি,

লোকেরে দিতেছে ক্লেশ ॥

পাপিনীর উক্তি ।

পরায় ।

শুনি বাক্য লোহিতাক পাপের বরনী ।

এখনি নাশিয়া তোরে শাসিব বরনী ॥

নিজ বলে কথা কহ ওলো কালামুখি ।

কোন্ কালে তোরে ভজে কে কোথায় সুখী ॥

তোমার কারণ রাম গিয়াছিল বন ।

হল করি তার সীতা হরিল রাবণ ॥

কাননে কাননে জমে রোমন করিয়া ।

কি লাভ হইল বল তোমারে ভজিয়া ॥

প্রাণের অধিক তব রাজ্য সুধিষ্ঠির ।
 তার সহ পাশা খেলে দুর্ব্যোধন বীর ॥
 হলে রাজ্য নিয়া দিল বনে পাঠাইয়া ।
 কি লাভ হইল বল তোমারে ভজিয়া ॥

মহাবলী বলিরাজ তোমার কারণ ।
 বামনে করিল দান সব রাজ্যধন ॥
 পাতালে রহিল শেষে সম্পদ ছাড়িয়া ।
 কি লাভ হইল বল তোমারে ভজিয়া ॥

ত্রিপদী ।

বল পাপ অধিকারে, অসুখা বলিব কারে,
 সদা সবে পার সুখ পদ ।
 পরিবারে দিয়া কাকি, উপার্জন করি চাকি,
 অবিরত পান করে মদ ॥
 জননীয়ে পদাঘাত, না দেয় তার্য্যারে তাত,
 বারাক্রমা হইয়াছে সার ।
 ধর্ম গলে দিয়া কাঁসি, অনেকেই অতিলাষী,
 সন্তত করিতে পরদার ॥
 রাজ-কর্মচারি বারা, উৎকোচ গ্রাহক তারা,
 ভূপালের সুবিচার নাই ।

অর্থ পাইবার তরে, নিজ হাতে নাশ করে,
প্রাণাধিক সহোদর ভাই ॥

সত্যবতীর উক্তি ,

শুনি সত্যবতী সতী, কাতর হইয়া অতি;
ধীরে ধীরে কন্ পাণিনীরে ।

বলিয়া প্রজার দুখ, বিদার করিলি বুকে,
আমারে ডাঙ্গালি দুখনীরে ॥

তাহা মরি আর কবে, ভারতবর্ষের সবে;
ধর্ম-রাজ অনুরাগী হবে ।

করেতে করিয়া শূল, নাশিয়া পাপের কুল,
পূর্ববত সর্গোরবে রবে ॥

হাঁলো পাতকিনি রাণি, আপন গুণের বাণী,
কি আর বলিব তোর কাছে ।

অধম ভেকের দল, কেমনে জানিবে বল,
শত দলে কত গুণ আছে ॥

ছাড়িয়া পাপের মত, যে আমারে অবিরত,
ভক্তি ভাবে মনে মনে ডাকে ।

তাহার না রহে দুখ, সত্য স্বমনে দুখ,
শমনের ভয় নাহি থাকে ॥

তাপিনী পাণিনী রাণী মহারাণে বলে ।

এ মাগির কথা শুনে জলে অঙ্গ জ্বলে ॥

মনে করিয়াছ হাঁলো সত্যবতি তুমি ।

পুনরায় প্রাপ্ত হবে এ ভারত ভূমি ॥

কৌশল করিয়া ক্রমে বিস্তারিয়া পাশ ।

দিয়াছি সবার গলে অসত্যের কাঁস ॥

ত্রিপদী ।

পাতকিনী ক্রোধানলে, যত নিজ বলে বলে,

ঝরে জল সতীর নয়নে ।

ছাড়ি সরোবর তীরে, চলিলেন ধীরে ধীরে,

ব্রহ্মসভা লক্ষ্য করি মনে ॥

প্রিয় রবির করে, দক্ষ করে কলেবরে,

তথাপি মা চিন্তাকরে মনে ।

কেমনে করিব পার, এই ভব পারাবার,

ভারত ভূমির পুজগণে ॥

ওহে প্রিয় হিন্দুদলে, ভব সাগরের জলে,

ভরিতে তরঙ্গী যদি চাও ।

ধরিয়া যুদ্ধের বেষণ, সহিয়া কিঞ্চিৎ ক্লেশ,

সত্যবতী আনিবারে যাও ॥

স্বৈৰ এবং ক্রোধের সহিত সুশীলের বিবাদ

সূত্রে ঘেমের প্রতি প্রকৃতি

সতীর উপদেশ।

অতি প্রাচীন কালে সর্বেশ্বর নামে এক সৰ্ব্ব গুণশালী
সম্রাট ছিলেন। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সমুদয়ই তাঁহার
অধিকারে ছিল, তিনি কোন নির্দিষ্ট রাজধানীতে অব-
স্থান না করিয়া প্রতিনিয়তই নিজাধীন ব্যক্তি বৃহৎ
অবস্থা দেখিয়া ভ্রমণ করিতেন এবং সাম্রাজ্যে সুখ বর্ধ-
নার্থ যে সমস্ত সূচক নিয়ম নির্দেশ করিয়া ছিলেন তৎ-
সমুদয়ই প্রজাপুঞ্জের পক্ষে অত্যন্ত সুখ দায়ক ও শুভ
কর; কিন্তু তৎকালে মানব যগুলীর মনাকাশ অজ্ঞান
রূপ ঘনানুমে আচ্ছন্ন থাকায় বোধ বিভ্রাকর উদয় হইয়া
আপনার বিমল কর সমূহ প্রকাশ করিতে না পারায়
উক্ত নিয়মাবলি প্রায় সকলের পক্ষেই অসহ্য হইয়াছিল
সুতরাং অধিকাংশ লোকেই অধীশ্বরের নিকট অসন্তোষ
প্রকাশ করিলে তিনি নিজ নিয়োজিত নিয়ম নিচয়ের
কোন পরিবর্তন না করিয়া মনুষ্যদিগকে তৎপালনে সমর্থ
করিবার জন্ত বিশ্ব নামক এক সুদৃষ্ট বিদ্যালয় সংস্থা-
পন করিলেন। সেই মনোহর বিদ্যা-মন্দিরের প্রতি
নেত্রপাত করিলেই চক্ষুদ্বারা চরিতার্থ হয় এবং অন্তঃকরণ
অনুপম আনন্দ ও কৃতজ্ঞতারসে প্লাবিত হইতে থাকে।
সর্বেশ্বর স্বয়ং শিক্ষকের পদ গ্রহণ না করিয়া প্রকৃতি
নাম্নী এক পরম গুণবতী রমণীর প্রতি অধ্যাপনার ভার

সমর্পণ করিলেন। প্রকৃতি সতীর অসুপম সৌন্দর্যের প্রতি যিনি একবার প্রীতিনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এবং তাঁহার পীযুষ পুরিত সুমধুর উপদেশ বাক্য বাহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণ কোষে চির-সঞ্চিত রাখিয়াছে তিনিই যথার্থ মহৎ ও তাঁহারই গৌরব পুষ্পের সৌরভে দিগ্বিদিক আমোদিত হইয়াছে। আহা! অভাবের অভাব কি মনোহর; তিনি অশিষাদিগকে সর্বদাই সহাস্য আশ্রয় সঙ্গপদেশ দিতেন এবং কাহারও কোন দোষ দেখিলে সামান্য শিক্ষকের স্তায় রোষ পর বশ হইয়া তদগুণেই তাহার দণ্ড বিধান করিতেন না কেবল কৌশলে উপদেশ হলে দোষের দোষ সকল সংশোধন করিয়া দিতেন।

এক দিন প্রকৃতিসতী প্রভাতে শয়ন হইতে পাত্ৰোপস্থান করিয়া স্বীয় সহচরীর সহিত ভ্রমণ করিতে গেলেন এবং গোপুর হইতে কিয়দূর গমন করিয়াই দেখিলেন রাজ বস্ত্রের পার্শ্বে একটি জীবিত শিশু শয়ান রহিয়াছে। তাহার শরীরের জ্যোতিঃ খদ্যোতিকা স্তায় ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল ও ক্ষণে ক্ষণে বিমলিন হইতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্যে চমৎকৃত হইয়া প্রকৃতিসতী তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট বস্তুনিী হইলেন এবং সাতিশয় সমস্ত সহকারে উক্ত সন্তানটিকে কোড়ে লইয়া পূর্ববৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অর্ধ কোশ বাইতে না বাইতেই পুনর্বার দেখিতে পাইলেন প্রদীপ্ত অনল শিখাবৎ আর একটি সন্তান ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে। তাহার নয়ন

যুগলে অধিরল অশ্রু জল বিগলিত হইতেছে। তদীয় ক্রন্দন হনি অরণে প্রকৃতি দেবী কোন ক্রমেই প্রকৃতিহু ঋকিতে পারিলেন না; অবিলম্বেই তাহার সমীপস্থ হইয়া স্রমধুর মাতৃবোলে সান্থনা করত অপরাঙ্কে লইয়া পুন-
রায় পর্ষাটনে প্রস্থত হইলেন। সতীর শরীর অত্যন্ত কোমল স্রুতরাং অঙ্গ দূর যাইয়াই অতিশয় শ্রম বোধে একটা তরুমূলে উপবেশন করিলেন এবং প্রিয় বয়স্কার সহিত সদালাপ ও সন্তোষ-পূর্ণ চিত্তে সন্তান ঘরকে সোহাগ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে আর একটি শিশুর রোদন হবি তাঁহার কণ-কুহরে প্রবেশ করিল। প্রকৃতি আপন অঙ্কস্থিত অপত্যঘরকে স্বীয় সহচরীর নিকট সমর্পণ করিয়া অয়ং তদেষ্যেণে গমন করিলেন এবং ইত্যন্তঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন শশিকলা সদৃশ আর একটি শুকুমার কুমার বিপুলার বক্ষে শয়ন পরায়ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। তদীয় শারীরিক কাস্তি ও মুখ্যী সন্দর্শনে প্রকৃতির মন একবারে বিমোহিত হইল, তিনি বসনাঙ্কে তাহার বদন মুছাইয়া পরম যত্ন জোড়ে করিলেন এবং অবিলম্বে স্বকীয় সমীর নিকট প্রত্যগতা হইয়া কহিলেন সখি সংসারের ডাব দেখিয়া চমৎকৃত হইরাছি। এই সকল সমাঃ প্রস্থত সন্তান কেলিয়া কি বলিয়া- ইহা-
সিগের জননীরা স্বানান্তর গমন করিয়াছে? তাহা-
দিগের অন্তঃকরণে কি শুকুমার অপত্য ঘেহের সৃকার
হয় নাই? আজি বামরা বেড়াইতে যা আইলে অবশ্যই

হিংস্র পশুাদিতে ইহাদিগকে বিনষ্ট করিত । সহচরী
 কহিলেন প্রকৃতি অসুমান করি ইহারা স্বভাবতই জন্ম
 গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদিগের জনক জননী থাকিলে
 অবশ্যই তাঁহারা স্নেহ হস্তির অসুগামি হইতেন । বাহা
 হউক, চল আমরা ইহাদিগকে গৃহে লইয়া যাই এবং
 জননীর ন্যায় পরম যত্নে প্রতিপালন করি । প্রকৃতি-
 সতী তাহাতে সম্মতা হইলেন এবং নিজামেরে প্রত্যাগমন
 করিয়া উল্লিখিত অপত্য ত্রয়কে প্রতিপালন ও স্বরূপ
 তাহাদিগের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়া সর্বদাই
 সমুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । পুত্রেরা ক্রমে
 ক্রমেই পরাক্রম-শালি ও সিত পক্ষের শশধরের স্থায়
 হুঁহু পাইতে লাগিল । প্রথম পুত্রের সমক্ষে অস্ত্র
 কাহাকেও কোড়ে করিলে সে স্বাভিমান-পরতন্ত্র হইয়া
 মান বদনে আক্ষেপ করিত । দ্বিতীয়ের স্বভাব অতি
 প্রচণ্ড, তাহার চক্ষুর অধিরতই আরক্তবর্ণ থাকিত ।
 কনিষ্ঠ সূত্র সহাস্ত বদনে সর্বদাই সকলের সহিত সম্বা-
 হার এবং প্রাণপণে প্রকৃতির বাক্য প্রতিপালন করিত ।
 প্রকৃতি সন্তানগণের স্বভাব দেখিয়া প্রথমের নাম ঘেব,
 দ্বিতীয়ের নাম কোধ, ও কনিষ্ঠ সূত্রের নাম সুলীল
 রাখিলেন । অল্পকাল মধ্যে তাহারা প্রকৃতি-সতীর
 পুত্র ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র বলিয়া সর্বত্রই প্রচারিত
 হইল । ঘেব আর কোধ প্রায় সর্বদা একত্রে শয়ন,
 একত্রে ভোজন ও একত্রে ক্রীড়াদি করিত, এজন্য বয়ো-
 হুষ্টির সহিত তাহাদিগের প্রাণেরও হুষ্টি হইয়াছিল,

তাহারা অধিক বয়স্ক হইলে প্রকৃতির উপদেশের প্রতি
মনোযোগ না করিয়া স্ব স্ব পরাক্রম প্রভাবে অনেক
লোক জ্বর করত মনানন্দে প্রতুড় করিতে লাগিল।
শুশীল স্বীয় সরল স্বভাবের জন্য মানব মণ্ডলীর মধ্যে
অত্যন্ত মান প্রাপ্ত হইলে ঘেষের মনে অতিশয় ক্রেশের
সঞ্চার হইল এবং কি উপায়ে তাহাকে বিনষ্ট করিবে
এই অসং অভিসন্ধি তাহার অন্তঃকরণ মধ্যে জাগরক
রহিল। সামান্যতঃ লোকে কোন দুর্কর্মে প্রবৃত্ত হইলে
তাহা গোপনে গোপনে শেষ করিয়া থাকে কিন্তু ঘেব
বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া সর্ব সমক্ষেই শুশীলকে তির-
স্কার করিতে আরম্ভ করিল। শুশীল সবিশেষ সন্ধান
পাইয়া আপন জননীর নিকট আত্মোপাস্ত বর্ণন করিলে
তিনি দুঃস্থ সন্তান ঘরকে অবাধা বোধে তাহাকেই সাব-
ধানে থাকিতে कहিলেন এবং তিনিও মাতৃ আজ্ঞা
লঙ্ঘনে পাপ বিবেচনার এক নিষ্ঠুর স্থানাবলম্বন করিয়া
স্বীয় পার্শ্ব চরের সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন।
ঘেব ও ক্রোধ কোন স্থানে তাহার অহুসন্ধান না পাইয়া
বিবর্ণ বদনে মাতৃ সদনে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা
করিল যা তোমার শুশীল কোথায়? তদ্বিবগে প্রকৃতি-
সত্য অতিশয় স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন কেন বাবা শুশী-
লকে কি জন্তে অন্বেষণ করিতেছ? সে কি তোমাদিগের
নিকট কোন অপরাধ করিয়াছে? ঘেব উত্তর করিল,
না যা সে নাকি জন সমাজে অত্যন্ত বশম্বী হইয়াছে?
সকলেই তাহার গুণগান করিয়া থাকে? হাঁ যা আমরা

কি যশোলাভের যোগ্য-পাত্র নই। প্রকৃতি বলিছেন
তোমরা আমার উপদেশানুযায়ী কর্তব্য কর, অবশ্যই
তোমাদিগের যশঃ সর্বব্যাপি হইবে। যেহেতু বলিল সে
কি উপদেশ ?

যেহেতু প্রতি প্রকৃতির উপদেশ ।

চৌপদী ।

সংসার সরসী জলে,	পরনারী পান্ন দলে,
বসিতে বাসনা ছলে,	কোরো না রে কোরো না ।
অম্লীক সুখের তরে,	মানসিক ভ্রম ভরে,
হু-আশা ভুজগ বরে,	ধোরো না রে ধোরো না ॥
ছাড়িয়া ধর্মের নতে,	পুরাইতে মনোরথে,
কলুষ কণ্টকি পথে,	যেও না রে যেও না ।
পাশরিয়া বিশ্ব মূলে,	উপদেশ সুখা ভূলে,
ভোবামোদ বিষ ভূলে,	খেও না রে খেও না ॥
পথের বালুকা মনে,	ভাবিবে পরের ধনে,
কটু কথা গুরুজনে,	কোও না রে কোও না ।
না বুঝে নিগূঢ় ভাব,	অপরের বশ লাজ,
ওনিলে বিষম ভাব,	হোও না রে হোও না ।
সত্য শীলতার সহ,	কাল হর অহরহ,
অসত্যের আচ্ছাদন,	রোও না রে রোও না ।
বিভূরে মণিরা প্রাণ,	সবে কর সমজ্ঞান,
অভিমানি অভিধান,	লোও না রে লোও না ॥

সুখীর্ণন।

যেহে উক্তি।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুনিয়া কহেন ঘেব, যা তোমার উপদেশ,
শুনিতে বাসনা নাই আর।

জানিলাম শুনে ভাষা, যেই তব ভাল বাসা,
এই বটে মার ব্যবহার ॥

অশীলের দাস ভাবে, চিরকাল কাল যাবে,
শূল বুঝি ভাবিয়াছ মনে।

নতুবা মোদের কেল, সদাকাল ছোট ছেলে,
প্রতি টান কিসের কারণে ॥

আমাদের গুণ গান, শ্রবণ করিলে কাণ,
কর দিয়া আবরণ কর।

প্রণাম করিলে পায়, আশীষ না কর তায়,
মনে বল অচিরাৎ মর ॥

সবল থাকিতে দেহ, চাইনে তোমার স্নেহ,
মিছা কেন পরাশীন রব।

আমাগর দিক-দশ, ভুবন আমার বশ,
বশ গান বাসব কেশব।

দেখ রাজা দুর্বোধন, ভীমে ভাবি ভীষ জন,
ভুলাইয়া বিবিধ কোশলে।

খায়াইয়া হলাহল, পাঠাইল রসাতল,
কেবল আমার কৃণাবলে ॥

যেই প্রভাকর করে, ত্রিভুবন ভয় করে,
নরে ব্যার করে উপাসনা।

অধীন রাহুর কাছে, পরাজয় মানিয়াছে,
আমি জারে করি কি গগনা !

মানবে কি মনে করি,
যেজন দানব অরি,
শচীপতি ইন্দ্র দেব রায় ।

আমার আদেশ পেয়ে, জননী জঠরে বেয়ে,
কাটিলেক সোদর ভায়ার ।

ভাবিয়া দেখিলে মাতা, আমার নিকটে মাথা,
তোলে আর হেন শক্তি কার।

নিমেষ মাঝারে পারি, ভবিতে সমুজ-বারি,
 বিনাশিতে জগৎ সংসার ॥

অকৃত্রিম উদ্ভি।

अष्टाद ।

সাধারণে করে যদি তাঁর সাধুবাদ।

শুনিতে কি বাছু ধন আমার অসাধ ।

কুমার হইলে সব বন্দুকার পতি।

প্রহতি কি তাহে হয় বিবাদিত মতি ।

(হাস্য রে বিধাতা শুনি কি নিষ্ঠুর ভাষ।

জেনেছি মরণ বিনে নাহিক খালাস ॥)

হারে ঘেব কার কাছে শুনিলি এমন ।
 তনয়ের প্রতি নাই মায়ের যতন ॥
 দেখরে বারেক ভাবি কি প্রকার ভাবে ।
 আপন অপভ্রাগণ পালে উর্নু নাভে ॥
 যদি কোন প্রজাবতী হরিণের পাশে ।
 নিষ্ঠুর নিষাদ আসে শীকারের আশে ॥
 প্রাণাধিক শাবকের করিতে উদ্ধার ।
 আপন জীবন করে শীকার স্বীকার ॥
 আপনার প্রাণ দিয়া বাঁচান তনয় ।
 এ সকল কিরে বাপু ভালবাসা নয় ॥
 মরুক ও সব কোয়ে নাই প্রয়োজন ।
 প্রিয়জন বোধে বলি শুনরে বচন ॥
 তনুজ বিক্রমে যদি হয় মহীপাল ।
 তথাপি মায়ের কাছে শিশু চিরকাল ॥
 তাই তোরে বলিতেছি ওরে বাহা ঘেব ।
 মনের বিকার ছাড়ি, শুনহ বিশেষ ॥

दीर्घ त्रिपदी ।

দেখরে ভাবিয়া মনে, অগতের বত জনে,
 ঘেঘের অধীনে ছিল রাজা ।
 বহুগুণে দিয়া দুখ, পাইব কেমন সুখ,
 পরিণামে কি প্রকার রাজা ॥

বটে কুৰুপতি ছলে, ভীমে কেলাইল জলে,
খাওয়াইল হলাইল বিব ।

ভীমের কি হল বল, কেবল বাড়িল বল,
এলো যেন অনলের শীষ ॥

অস্তরে করিয়া ঘেব, তথাপি অনেক ক্লেশ,
দিল তারে পাপি নরপতি ।

পরিশেষে তারি করে, শত সহোদরে মরে,
ধর্মের কেমন দেখ গতি ॥

পাপ মতি সুরপতি, বিদেবে বিমূঢ় অতি,
আপনার অনুজ্ঞে কাটিল ।

পাইল উচিৎ কল, সবে ধরে মহাবল,
একে উনপঞ্চাশ হইল ॥

সুখ্যের মোহন বেশ, ছেরিয়া রাহুর ঘেব,
জানি জানি সত্য বটে বটে ।

কিন্তু তেবে দেখ ধন, কে আছে এমন জন্ম,
রাহুকে প্রধান বলি রটে ॥

পর্যায় ।

বিদেবির দশা দেখি হয় অনুমান ।

বারে হিংসা করে লোক সেজন প্রধান ॥

কারণ সংসার মাঝে সকলেই ধরে ।

ওণ না থাকিলে কেহ ঘেব নাহি করে ॥

মুখ্য-গুন ।

বিশেষ্য-বিষেব বেন টীকার অনল ।
 প্রবল হইয়া হরে আপনার বল ॥
 অতএব শুন বাছা বচন আক্ষার ।
 সুশীলের সহ কাল হর আপনার ॥
 মে তোমার আজ্ঞাবহ সহোদর তাই ।
 যার চেয়ে প্রিয়জন ত্রিভুবনে নাই ॥
 দশের অধর স্থিত বশের কারণ ।
 ডায়ে ডায়ে বন্দ্য কিরে হয় সুশোভন ॥
 বিশেষতঃ এই বিশ্ব-পতির বাসনা ।
 এক মত হোয়ে বাস করে সর্ব জনা ॥
 একতা বিনাশ করে যেই মূঢ়মতি ।
 সংসার তাহার কাছে ভয়ানক অতি ॥

ষেবের উক্তি ।

যা বলিলে জননি গো সত্য বটে মানি ।
 একতা বিহীন হোলে বহু দুঃখ জানি ॥
 আপনার দল ছাড়া কি কারণে হব ।
 রাগের সহিত সদা এক যোগে রব ॥
 কিন্তু সুশীলের সহ হবেনা আলাপ ।
 তার কথা মোর বুকে দংশে বেন সাপ ॥
 বিশেষ্য চাহিয়া দেখ সকল সংসার ।
 তারের সহিত সখ্য আছে কোথা কার ॥

প্রবল প্রভাপ ছিল রাজ্য দশশির ।

নিজ সহোদরে দিল করিয়া বাহির ॥

প্রকৃতির উক্তি ।

ত্রিপদী ।

না জানিয়া বাহ্যবন, হেন কথা কি কারণ,

রসনার আন আপনার ।

আপন তারের সহ, বিবাদ করিয়া কহ,

পুখ লাভ হয়েছে কাহার ॥

যে রাবণ বাহুবলে, দলিত দেবতা দলে,

যম বারে করিতেন আস ।

তাড়াইয়া বিভীষণ, সেই দুই দশানন,

রাম বাণে হইল বিনাশ ॥

পয়ার ।

। প্রবীণ হইয়া বাপু হওনা বালক ।

সোদর সহিত ঘন বড় ভয়ানক ॥

এই বিবাদের লাগি কত শত কুল ।

একবারে হইয়াছে সমূলে নিখূল ॥

বিশেষ ভুলোক বাসি জ্ঞানি লোক সবে ।

শুশীলের শীলতার গুণে বশ হবে ॥

যারিলে ধরিলে লোক নত হয় ডরে ।

কিন্তু কতু তর তরে তক্তি নাহি করে ॥

সম্মুখে স্রুজন হোরে আজ্ঞাকারি রয় ।
 গোপনে পাইলে কিন্তু সব শোধ লয় ॥
 দেখরে রোমান রাজ্যে সীজরের বলে ।
 ভদ্র কি অভদ্র লোক কাঁপিত সকলে ॥
 মুখে মুখে জানাইয়া মিত্র ব্যবহার ।
 সময় পাইয়া তারে করিল সংহার ॥
 ওদিকে শীলের শক্তি কি কহিব আর ।

{ আততায়ী জন আসি মিত্র হয় বার ॥
 চকমকি পাথরের ন্যায় গুণ ধরে ।
 ভিতরে অনল পূর্ণ শীতল উপরে ॥
 যেরূপ চুষকে করে লোহ আকর্ষণ ।
 সেইরূপ শীলতার মানবের মন ॥

ষেষের উক্তি ।

কথায় পড়িয়া নিশাচরী মায়া পাশ ।
 স্রুশীলের গুণ আর কোরেনা প্রকাশ ॥
 তোমার ভক্তিমা দেখে হয় অনুমান ।
 ছলে কবে আমাদের বিনাশিবে প্রাণ ॥

প্রকৃতির উক্তি ।

আজ্জ হতে দিব্য আসি করিলাম মনে ।
 কোন কথা না কহিব তোমা দুই জনে ॥
 যা জ্ঞান করণে বাছা করিনে বারণ ।
 ছাড়িলাম স্রুশীলেরে তোমার কারণ ॥

ত্রিপদী।

ঘেষের বচনে সতী, বিবাদিতা হয়ে অতি,
কহিলেন রাগে সঘোষিয়া।

বলরে কোথায় যাই, আরত উপায় নাই,
বিষম বিপদ তোরে নিয়া ॥

সবে সুশীলের বশ, গান করে তার বশ,
ঘেষের বিক্রম অতিশয়।

ভারা সবে সুখে রবে, তোমার কি দশা হবে,
ভেবে মোর বিদরে হৃদয় ॥

ক্রোধের উক্তি।

লঘু-ত্রিপদী।

আমার কারণ, বিবাদিত মন,
হায়রে এমন দশা।

বোধ হীনা নারী, বুহিতে না পারি,
করিকে করিলে মশা ॥

দুঃস্বপ্ন মেলি, এ কেমন ছেলে,
বারেক দেখ মা ভূমি।

সুধু বাহুবলে, পারি করতলে,
রাখিতে জিহ্বা ভূমি ॥

কি কহিব গুণ, নিষেধে আগুণ,
নরনে নিহেত হয়।

ভুঁচর খেঁচর, মনুজ অমর,

সকলেই করে ভয় ॥

যদি খুলি মুখ, শূলী চতুর্মুখ,

জাঁটিতে না পারে মোরে ।

জনক জননী, গুরুকে না গণি,

অবনী কাঁপায় জোরে ॥

ধর্ম-শীল জ্ঞানি, উপদেশ বাণী,

যদি মা আমারে কর ।

যেন তীর সম, বুকে বেঁধে মম,

শরীরে নাহিক সয় ॥

অপরের ধন, করিলে হরণ,

যদি কেহ কহে চোর ।

শরীরের জোরে, বিপরীত শোরে,

গালি দিয়া করি ভোর ।

বহু ভাষা জানি, নিজে মহামানী,

অনেকের পূজনীয় ।

সর্বদা গরম, সুশীলের সম,

দাদার অধিক প্রিয় ॥

অধিক কি কব, সব লোক শব,

জননী আমার জানে ।

করিলে বারণ, কে আছে এমন,

আমার সম্মুখে আসে ॥

কোণের বঁচন শুনে কহেন প্রকৃতি ।
জানিলাম তবে তুমি হইয়াছ কৃতী ॥
ভাল ভাল মন দুঃখ ঘুচিল আমার ।
তোদের বিবাদ কিন্তু দেখিব না আর ॥
ধাক ধাক সুখে ধাক আশীর্বাদ করি ।
এত বলি লুকালেন স্বভাব সুলক্ষী ॥



কৃষ্ণনগর কালেজের রোদন
ও হিন্দুকালেজের সহিত
কথোপকথন ।

একদা নিশীথ সময়ে একাকী কোন কার্যোপ-
লক্ষে স্থানান্তর গমন করিতেছিলাম, হঠাৎ ক্রম্বন ধনি
আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইবাতে আমি অত্যন্ত ভয়ান্ত
হইলাম, কিন্তু কে কোথায় কি নিমিত্ত রোদন করিতেছে
তাহা জানিবার জন্য মদীর মন একান্ত ব্যগ্র হইল,
সুতরাং কোন ক্রমেই নিরস্ত থাকিতে না পারিয়া
রোদনের স্বর লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে করিতে দেখি
এক পরম সুলক্ষী নারী রাজ-বস্ত্রের পশ্চিম পার্শ্বে
পাদপ পরিবেষ্টিত এক প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে পতিত হইয়া
নানারূপ বিলাপ করিতেছেন । তাঁহার দিকটে জন-
মানব নাই । তদীর আত্মনাদ শ্রবণে যদিও অন্তঃকরণ

একেবারে ককণারসে আঁত্র হইল, তথাপি সাহস পূর্বক
সহসা তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিলাম না এবং ছু-
কহের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ক্রি করি চিন্তা করিতে-
ছিলাম, ইত্যবসরে দেখি আকাশ যান আরোহণ করিয়া
সৌদামিনী সদৃশী কমল মণিতা জনেক রমণী আসিয়া
তথায় অবতরণ পূর্বক শোকাহুলা কামিনীর অনঙ্গস্পর্শ
করিয়া কহিলেন, ভগিনি কুঞ্চনগর কালেজ ! অদ্য কি
জন্ত তোমাকে ঈদৃশ দুঃখবস্থা দেখিতেছি, শোক পরিহার
কর, আমি হিন্দুকালেজ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিয়াছি ।

হিন্দুকালেজের উক্তি ।

পয়ার ।

সে দিন দেখেছি তব সহায় বদন ।
সহসা ক্রিসের লাগি হইলে এমন ॥
উঠ উঠ বিধুমুখি কেঁদোনালো আর ।
বিশেষ করিয়া বল শুনি সযাচার ॥
তোমার নয়ন নীর হেরিয়া নয়নে ।
বিষম বিষাদানল দহিতেছে মনে ॥

কুঞ্চনগর কালেজের উক্তি ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

কাঁদিয়া কহেন দিদি, বিমুখ আঘারে বিধি,
মাথা মুণ্ড কি আর বলিব ।

কি কব বিশদ ঘোর, মরণ হোলনা ঘোর,
 নাহি জানি কয়ুগ জুলিব ।
 বড় আশা ছিল মনে, ভাল বাসা সুতগণে,
 কুতি হোরে স্বনাম কিনিবে ।
 প্রাচীনা হইলে পর, করি মহা সমাদর,
 সবে মোরে যতনে রাখিবে ॥
 প্রথমে যুগল সুত, অশেষ সুগুণ যুত,
 কিরণে করিল আলো নেশ ।
 কিবা দিব পরিচয়, জান তুমি সমুদয়,
 নাম ধরে অম্বিকা (১) উমেশ ॥ (২)
 অম্বিকার গুণ যত, একাননে কব কত,
 এমন হবেনা বুঝি আর ।

(১) অম্বিকাচরণ ঘোষ—ইনি কৃষ্ণনগর কালেক্জের
 প্রথম-সময়ের একজন অত্যন্তকৃষ্ণ ছাত্র । যশোহর জেলার
 অস্তঃপাতী চৌপাছা গ্রাম ইহার বাসস্থান । বঙ্গভ্রমণে
 পঠনশায় ইহার মৃত্যু হইলে কালেক্জের ছাত্র ও শিক্ষকগণ
 ইহার অরণ্যার্থ একখানি ‘ট্যাবলেট’ নির্মাণ করিয়া কালে-
 জের হলে রাখিয়াছেন । ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু
 কালীচরণ ঘোষ এক্ষণে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত
 আছেন ।

(২) উমেশ চন্দ্র দত্ত—ইনি অম্বিকা বাবুর সহাধ্যায়ী কৃষ্ণ-
 নগর কালেক্জের আর একজন সুবিখ্যাত ছাত্র । ইনি এক্ষণে
 ঐ কালেক্জেরই ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত
 আছেন ।

সুশীল সুবুদ্ধি অতি, সত্য সত্য পথে মতি,
কলি যুগে দেব অবতার ॥

অমিয় বচন তার, যে শুনেছে একবার,
সুধার সুধার কি সে কভু ।

শারীরিক রিপু সব, ক্রমে করি পরাক্রম,
হইলেক তা সবার প্রভু ॥

পাইয়া এমন ধন, সত্তত প্রাকুল মন,
মনে মনে কত অভিলাষ ।

বাহার বসন্ত কালে, বিষম বসন্ত কালে,
সব সাধ করিল বিনাশ ॥

ভাহার মরণ হবে, যিহ্ন কি বিপদ হবে,
বহু বিষ আক্ষেপ করিল ।

শরীরজ শোকানল, একবারে সুপ্রবল,
দুখিনীর হৃদয় দহিল ॥

বাঁধিয়া পাষণ গলে, ডুবিয়া মরিব জলে,
মনে মনে করিলাম স্থির ।

অকস্মাৎ কি বিপদ, চলিতে না পারে পদ,
বল হীন হইল শরীর ॥

পাথর রহিল বুকে, বিষম কাতর দুখে,
দুখে আর না সরিল রব ।

নেত্র বিগলিত নীরে, সে পাষণে ধীরে ধীরে,
লিখে তার নাম গুণ সব ॥

মনে করিলাম পল, রত দিন এ জীবন,
 নাহি বাবে রাখিব পাবান ।
 এই দেখে আছে সলে, লোকে “ট্যাবলেট” বলে,
 যম প্রিয় পুজের নিশান ॥
 পুজ শোকে জ্বর জ্বর, দেহ কাশে ধর ধর,
 কি আর বলিব মোর মাতা ।
 হরিতে কল্যাণ আশ, ত্রীরাম কল্যাণে(১) নাশ,
 করিলেন নির্ভুর বিধাতা ॥
 এই বাহা ঘন মম, প্রায় অধিকার সম,
 লোকের করিল প্রেম লাভ ।
 সুমধুর মিষ্ট-ডাবী, সত্তত বদনে হাসি,
 আঁহা বরি কেমন স্বভাব ॥
 কমল কুলের সার, অবনীতে ঘেলা ভার,
 পাইলাম সে নীল কমল ।(২)

(১) রাম কল্যাণ চৌধুরী—বর্তমান জেলার অন্তর্গত পলাশন গ্রাম ইহার বাসস্থলী। ইনিও পুরোক্ত কালেক্টরের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র।

(২) নীলকমল ভান্ডারী—ইহার নিবাস ঘশোহর জেলায়। ইনি পুরোক্ত কালেক্টরে অধ্যয়নকালে দিলক্ষণ খ্যাতিপন্ন হন। একবার পরীক্ষায় ইহার বাঙ্গলা রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে ইনি একটী স্বর্ণ মেডাল পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইনি পারস্য ভাষা হইতে ‘স্বকোতিহাস’ গ্রন্থ বাঙ্গালী ভাষায় অনুবাদ করেন।

কি কহিব প্রভা তার, সুকোমল রচনার,

যম মুখ করিল উজ্জ্বল ॥

সরস সৌরভ পেয়ে, যম শাছে এসে বেয়ে,

বাছা ঘোরে ছাড়িয়া পলায় ।

পোড়া কপালের গুণে, পুড়াইতে মনাগুণে,

যম তারে ধরিল তথায় ॥

ধরিত অনেক গুণ, বন্ধ ভাবে সুমিপুণ,

সে আশার ছিল যে প্রকার ।

সুমধুর সাধুতায়, ভাবিত শুকেতিহাস,

পরিচয় দিতেছে তাহার ॥

অপত্য অকালে হত, শোকে প্রাণ ওষ্ঠাগত,

অবিরত চক্ষে বহে ধার ।

অন্ধের যক্ষির সম, আর এক জন যম,

প্রিয়তম ছিল সুকুমার ॥

ব্রজনাথ (১) তার নাম, অশেষ সুগুণ ধাম,

অসামান্য বুদ্ধিমান ছিল ।

কিবা বিধি বিধাতার, দাকণ শোকের ডার,

সেই ঘোর সম্পূর্ণ করিল ॥

(১) ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়—চাকদহের সরিকট একটি পল্লীগ্রাম ইহার বাসস্থান । ইনিও পুরোঁকি কালের একটা সুবিখ্যাত ছাত্র ।

হিন্দুকালেজের উক্তি ।

পর্যায় ।

মূলোচনা বিলাপ শুনিয়া ভগিনীর ।

নিবারিতে না পারিয়া নয়নের দীপ ।

বলেন বিলাপ করি কি হইবে আর ।

যমের অধীনে এই জগৎ সংসার ॥

যিশুখ্রীষ্ট রামকৃষ্ণ আদি করি যত ।

স্বকালে কালের হাতে হইয়াছে হত ॥

বিশ্ব বিয়তক এই বিভূর লিখন ।

জন্মিলে অবশ্য তার হইবে মরণ ॥

অতএব শশিমুখি পরিহরি দুখ ।

দেখ নিজ বর্তমান তনুজের মুখ ॥

ইহারা সকলে যবে হবে গুণবান ।

প্রথম কালের মত পুন পাবে মান ॥

দেখিয়া তোমার ধ্যান জ্ঞান বুদ্ধি নাই ।

যদিও জানিলো আমি তথাপি সুধাই ॥

স্বরূপ করিয়া বল শুনি বিবরণ ।

তোমারে জনক ভাল বাসেন কেমন ॥

কৃষ্ণনগর কালেজের উক্তি ।

দীর্ঘ ত্রিগদী ।

এই ছশিনীর প্রতি,

পিতার বেরূপ প্রীতি,

সবিশেষ জ্ঞানই সকল ।

মোট ভাত মোটা বাস, খাইয়া পরিয়া বাস,
বার-মাস করিগো কেবল ॥

সবে মাত্র একখান, স্বর্ণ-অলঙ্কার(১) দান,
করিয়াছিলেন অধীনীরে ।

বেল্পপ বতনে কলি, রাখে নিজ শিরোমণি,
সেইল্পপ রাখিতাম শিরে ॥

কি দিন কি বিভাবরী, তাঁহার চরণ ধরি,
খাকি বটে গৃহের মাঝার ।

শোকের জ্বালার জরা, জীবন থাকিতে মরা,
তথাপি না চান একবার ॥

পর্যায় ।

সম্প্রতি তনয়া (২) এক হয়েছে পিতার ।

তাঁহাকে দিলেন মম সেই অলঙ্কার ॥

গহনার জন্যে দুঃখ না ডাবি তিলেক ।

যদ্যপি চোকের দেখা দেখেন বারেক ॥

(১) স্বর্ণ-অলঙ্কার—হারিসন্ সাহেব । ইনি কৃষ্ণনগর কালেজে প্রথম ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছিলেন ; পরে বহরমপুরে কালেজ স্থাপিত হইলে তথাকার অধ্যক্ষ হইয়া যান । এক্ষণে ইনি এলাহাবাদ শুরুর কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত আছেন ।

(২) তনয়া—বহরমপুর কালেজ । কৃষ্ণনগর কালেজ স্থাপনের অব্যবহিত পরেই বহরমপুর কালেজ স্থাপিত হয় ।

পিতার অপ্ৰীতি জন্য ঘৃণা করে লোকে ।
 বিশেষতঃ অবশ্যই প্রিয় পুত্র শোকে ॥
 সাস্তুনা করিতে যাত্রা ছিল এক জন(১) ।
 প্রাণের অধিক প্রিয় অমূল্য রতন ॥
 কিন্তু অত্যাগিনী মার দেখিয়া সঙ্কট ।
 সম্প্রতি গিয়াছে দিদি তোমার নিকট ॥
 দেখো বেন সে আমার ক্লেশ নাহি পায় ।
 প্রাণাধিক যদিও সে অক্লান্ত মায় ॥
 যেখানে সেখানে থাকি যে ভাবে সে ভাবে ।
 অবশ্য আমার পুত্র বলি নাম পাবে ॥
 অতএব দিদি মোর বিনয় বচন ।
 মাথা খাও যদি তারে কর অবতন ॥

হিন্দুকালেজের উক্তি ।

ভেবোনালো চন্দ্রাননি তাহার কারণ ।
 সে আমার প্রাণ তুল্য অতি প্রিয় জন ॥
 বিশেষতঃ তোর পুত্র মোর পুত্র এক ।
 কিছুই প্রভেদ নাই নাম ব্যতিরেক ॥
 তোমারে ছাড়িয়া যারা মোর কাছে যাবে ।
 যারের সমান শ্রেষ্ঠ অবশ্যই পাবে ॥

(১) একজন—মোহিনী মোহন রায়। ইনি প্রথমে কলিকাতার কলেজে অধ্যয়ন করেন, পরে হিন্দুকালেজে আনিয়া প্রবর্তিত হন। ইনি এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধান উকীল।

আমার বাচন ধর শোক পরিহারি ।

বর্তমান পুত্রগণে পাল ডাল করি ॥

কখনগরকালেজের উক্তি ।

তাদের পালিয়া আর কিছু নাই লাভ ।

আমার হয়েছে দুধে সাপ খোষা ভাব ॥

গহনা দেখিলে অন্য রমণীর গায় ।

আর কি তাহারা দিদি স্ত্রীভাবে আমার ॥

তখনি জননী বলি যাবে তার পাছে ।

ভাবিবেনা এ দুখিনী মরেছে কি আছে ॥

যাক্ মেনে ও সব কথাই নাই কাজ ।

কহ তুমি কি কারণে অকস্মাৎ আজ ॥

হিন্দুকালেজের উক্তি ।

কব কি পড়েছি বোন বিষম সঙ্কটে ।

নাহি জানি এ কপালে আর কত ঘটে ॥

ছেলে ধরা এক মাগী আসিরাছে তথা ।

শিশু ভুলাইয়া লয় না কহিয়া কথা ॥

বিগুণে মণ্ডিতা মেট্রোপলিটন(১) নাম ।

লোকে সুরূপসী বলে আমি বলি বাম ॥

(১) মেট্রোপলিটন কালেজ—হিন্দুকালেজ হইতে যখন সুবিখ্যাত রিচার্ডসন্ সাহেবকে বিদায় দেওয়া হয় তখন কলিকাতার যাবতীয় বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্মিলিত হইয়া এই কালেজটী সংস্থাপন করেন । ইহাতে রিচার্ডসন্ সাহেবকে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং তাত্কালিক প্রধান প্রধান বিদ্যাবিদ সাহেবদিগকে ইহার অধ্যাপক করা হয় । ইহা কিছু দিন উক্তরূপ চলিয়া পরিশেষে উত্তীর্ণ হয় ।

বুক কাটে তার কথা করিলে স্মরণ ।
 নিয়েছে অনেক মম নবীন নন্দন ॥
 অদ্যাপি যতন বহু করিতেছে মাগী ।
 কি জানি বিধাতা বুঝি করে দুখ ভাগী ॥
 তোমার সহিত মোর নানা কথা আছে ।
 কিন্তু ভয় করি মন্দ লোকে শুনে পাছে ॥
 অতএব বিমানে করিয়া আরোহণ ।
 আকাশে ভ্রমণ করি এসো দুই জন ॥



বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজি ভাষার
 কথোপকথন ।

এক দিবস, যখন সরোজিনী স্বামী সূর্যাদেব স্বীর
 সাম্রাজ্যের রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত
 হওত বিশ্রামার্থ চরমাচল নামক শয়ন মন্দিরে প্রবেশ
 করিলেন এবং জগজ্জীবন পবন তাঁহাকে একান্ত ক্লান্ত
 দেখিয়া আপন করে তালবৃন্ত ধারণ পূর্বক মন্দ মন্দ
 ভাবে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, যখন মনোহারিণী
 সঙ্কাকাল কমলীয় বিনোদ বাস পরিধান পূর্বক সুগন্ধি
 কুসুম সমূহের দ্বারা গাঁথিয়া বিশ্ব সবিতার শুভ্রবার্ষ বারণ
 বিনির্মিত মন্দ মন্দ গতিতে উপস্থিত হইল এবং বিহঙ্গম
 সকল বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব সুমিষ্ট মধুর স্বরে
 জগদীক জগদীশ্বরের গুণগান করত পৃথিবীস্থ তাবলো-
 কের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল । তখন অনাধেশ্বর

ইংরাজী ভাষাভিষ্ম শুল্কিত নব্য সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের
 অনতি দূরে এক প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে বায়ু সেবনার্থ গমন
 করিলেন। তথায় কেহ ব্রীড়া পরিত্যাগ পূর্বক নিতান্ত
 শিশুর স্বায় ক্রীড়া ও কেহ কেহ প্রকৃতি সতীর মোহিনী
 মৃষ্টি অবলোকনে বিমোহিত হইয়া প্রীতি-পূর্ণ চিত্তে
 প্রতিকণ তাঁহাকে প্রতীক্ষণ করতঃ পরস্পর মিশ্রিত
 ভাষায় আপনাদিগের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগি-
 লেন, এমত সময়ে এক চার্কসী বামলোচনা অত্যন্ত
 কাঙ্গালিনীর বেশে বিষন্ন বদনে তথায় আসিয়া উপস্থিত
 হইলেন এবং আপনার হস্ত প্রসারণ পূর্বক যুবাদলকে
 সম্বোধন করিয়া কহিলেন “সন্তান সকল আমার কোড়ে
 আইস, বহুদিনাবধি আমি তোমাদিগের কমলামন
 নিরীক্ষণ না করিয়া মৃতবৎ হইয়াছি, তোমরা কি পরের
 মাঝে যা বলিয়া এ ভূঃখিনীকে একেবারে বিস্মৃত হই-
 রাছ ?” নব্য সম্প্রদায় অপরিচিতা কুলবালার হঠাৎ
 এরূপ অসম্ভাবিত মায়া বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয়
 ভ্রান্ত হইলেন এবং তাঁহাকে নিশ্চয় নিশ্চয়ী বোধে
 তৎক্ষণাৎ তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্বক (ওমা গোলাম মো
 ওমা মলাম মো) ইত্যাকার শব্দ করিতে করিতে সঙ্ক-
 লেই পলায়ন পরারণ হইয়া আপনাদিগের অজ্ঞানাত্মিনী
 মুহুর্তকারিণী ইংরাজী ভাষা জননীর নিকট উপস্থিত হই-
 লেন। ইংরাজী ভাষা বিদেশীয় সন্তানগণের এরূপ
 ভাব দেখিয়া অশ্রুতে ব্যস্ত তাহাদিগের সমীপস্থ হইয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন “বাহা সকল কি নিমিত্ত তোমরা

দিগকে বৈষ্ণব ভরপ্রাপ্ত দেখিতেছি।” সুবাদন এরূপ ভীত হইরাছিলেন যে কিয়ৎকাল বাঙনিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না, পরে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলে কেহ কেহ কহিলেন জননি! আমরা প্রান্তর মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিলাম তথায় সহসা একটা রাকসী আসিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্বক আমাদিগকে সম্মান সম্বোধন করিয়া কহিল বাছা সকল আমার জোড়ে আইস, আমরা ভীত হইরা যৎকালে পলায়ন করিলাম তৎকালে উক্তা ভীষণা ভামিনী স্বীয় বিকট বদন ব্যাদান করিয়া অশ্বাদমির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইল এবং তাহার ভীষনাদ শ্রবণ করিয়া সমস্ত শরীরের শোণিত পর্ষাস্ত হিম হইয়া উঠিল। আমরা জন্মাবধি এরূপ গুরুতর বিপদে কখনই পতিত হই নাই। জগদীশ্বর অমুকুল আছেন এজন্য এ যাত্রায় রক্ষা পাইলাম, নতুবা অশ্বই মানব লীলা সম্বরণ করিতে হইত। ইংরাজী মাতা এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া আপনার অপত্যগণকে সাবধানে গৃহে থাকিতে অমুরোধ করিয়া আপনি তাহার তথ্যামু-সন্ধানে গমন করিলেন এবং উপরোক্ত প্রান্তর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন এক পরম সুন্দরী নারী মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কাজালিনীর স্তায় সজায়মানা রহিয়াছে এবং এদেশীয় অকৃতজ্ঞ অপত্যগণের নাম উল্লেখ পূর্বক রোমন বদনে আক্ষেপ করিতেছে। ইংরাজী মতী উক্ত মহিলাতে সম্মান নির্ণীত কোন হুল্লঙ্ঘ দেখিতে পাইলেন না বরং তাঁহাকে অত্যন্ত

রূপবতী দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন এ নারী
নিতান্তই কোন ভদ্র কুলোদ্ভবা হইবে, মৈবহুর্ষিপাক
বশতঃ এরূপ হৃদশায় পতিতা হইয়াছে যে হউক সহসা
ইহাকে দুর্ব্বাক্য না বলিয়া সরল ভাবে পরিচয় লওয়াই
উচিত। আবার মনে মনে করিলেন এ মহিলাকে
বাক্যালিনী বোধ হইতেছে ইহার নিকট নিতান্ত বিনীতা
হওয়াও হইবে না অতএব মধ্যম ভাবে নিম্ন লিখিত মত
জিজ্ঞাসা করিলেন।

পয়াঃ ।

কে তুমি কাহার নারী হেথা কি কারণ ।

স্বরূপ করিয়া বল স্মীর বিবরণ ॥

নয়নে হেরিয়া ধনি তব অবয়ব ।

ভদ্রের রমণী মনে হয় অনুভব ॥

তবে অবোধের মত কাহার কথায় ।

অসম সাহস করি আইলে হেথায় ॥

জাননা আমারে আমি ইংরাজের ডাব ।

এজগতে তাবতে আমার করে ত্রাস ॥

তোমাতে দেখিয়া বাক্যালির পুত্ৰচর ।

পলাইতেছিল যবে মনে পেয়ে তর ॥

কাহার কথায় তুমি বাড়াইয়া হাত ।

ধরিবারে গিয়াছিলে তাদের পশ্চাৎ ॥

একেত দুখিনী তাহে নিপার হইয়া ।

কি কারণে গালি দিলে সন্তান বলিয়া ॥

বন্ধ ভাবার উক্তি ।

লঘু-ত্রিপদী ।

আমারে দেখিয়া সতয় হইয়া,

তোমার কুমার গণ ।

সরল স্বভাব, না বুঝিয়া ভাব,

পলাইল অকারণ ॥

না জানে গোপন, কে পর আপন,

দিবসে রজনী বোধ ।

প্রাণের মতন, করেছি বতন,

এই তার প্রতিশোধ ॥

শুন লো বলনা, তোমারে হলনা,

করিয়া কি লাভ হবে ।

এই যুবাদল, বাহে কর বল,

আমার তনয় সবে ॥

তুমি আদরিণী, আমি কান্দালিনী,

হয়েছি কান্দের গুণে ।

গোড়া মন মার, অধীন মায়ার,

সদা জুলি মনাগুণে ॥

বন্ধ দেশে বাস, করি বারমাস,

বান্দালির মাতৃ ভাবা ।

যতেক তোমার, ছোড়াবি কুমার,

তাদের দেখিতে আসা ॥

শুনি, স্নতগণে, ছেরিয়া নয়নে,

তোমার মোহিনী বেশ ।

জলক্লার আশে, থাকে তব পাশে,

আমার কপালে ছেব ॥

মরি মন দুখে, সদাকাল দুখে,

বিজাতীয় দেশ তাষ ।

কভু কি স্বপনে, এইরূপ মনে,

তাবনা করে না বাস ॥

জননী জঠর, ছাড়িয়া কঠোর,

ভূমিতে পড়িল ববে ।

কি বোল বলিয়া, কোলেতে তুলিয়া,

সোহাগ করিল সবে ॥

দিন দিন পরে, আধ আধ স্বরে,

কে শিখালে মায়া বুলি ।

কে বলিল হাসি, দিদী দাদা মাসী,

সুধামাখা স্বর তুলি ॥

পুত্র আচরণ, করিলে স্মরণ,

মরণ বালনা হয় ।

তারা কি না ছলে, লবাকারে বলে,

বক-ভাষা ভাষা নয় ॥

বদি কোন জন, করি আকিঞ্চন,

বান্দলা কাগজ পড়ে ।

নব বাবুগণ, পরস্পর কন,

বোঝ নাই এর ধড়ে ॥

কিন্তু মুখে কলে, কহেন সকলে,

সহেনা দেশের দুখ ।

বিদ্যাদান দিয়া, কুরীতি নাশিয়া,

উজ্জ্বল করিব মুখ ॥

কি নিদয় ব্যাস, কুরীতি অভ্যাস,

করাইল সব লোকে ।

স্বদেশ সারিয়া, গিয়াছে মরিয়া,

আমরা মরিণো শোকে ॥

ইংরাজি ভাষার উক্তি ।

পর্যায় ।

জানিলাম বাঙ্গালির তুমি মাতৃ-ভাষা ।

এখানে হয়েছে তব অকারণ আসা ॥

জাননা তোমার যত নবীন নন্দন ।

নিত্য লাভ করিতেছে জ্ঞানরূপ ধন ॥

সহজে তোমার দশা হেরিয়া নয়নে ।

মা বলিতে সবাকার স্থণা হয় মনে ॥

বঙ্গ ভাষার উক্তি ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

ভাল জ্ঞান আলোচনা, করিতেছে আলোচনা,

আমার নবীন স্মৃত সবে ।

দেখিলে মলিন বাস, না যাবে মায়ের বাস,
ঘণা করি কটু কথা কবে ॥

দেখে মোরে কাকালিনী, তাবিরাহ কাকালিনী,
কিন্তু আমি কাকালিনী নই ।

যদ্যপি যুবক দলে, জননী জননী বলে,
অপমান নাই যার বই ॥

দেবগণে দিতে লাজ, ধরিয়া সময় সাজ,
যে করিল সত্যের সাধন ।

যাহার বুদ্ধির বলে, নিবাইতে পাপানলে,
ব্রহ্ম সভা হইল স্থাপন ॥

গাইয়া যাহার বশ, সমীরণ দিগ দশ,
সদাকাল করিছে ভ্রমণ ।

বসুমতী গ্রহচর, তপন হইলে লয়,
যার নাম না হবে পতন ॥

সে রাম মোহন রায়, লোকে রাজা বলে যায়,
মা বলিয়া আমারে ডাকিত ।

নানা অলঙ্কার দিয়া, মন সুখে সাজাইয়া,
অনুকণ যতনে রাখিত ॥

কি করি কপাল বাঘ, না পূরিতে মনস্কাম,
গিয়াছে ছাড়িয়া বাহাদন ।

তথাপি অদ্যাপি তার, নাম নিলে একবার,
করি সাধ্য বলে কুবচন ॥

অজ্ঞান তিমিরে রবি, শ্রীরামপ্রসাদ কবি,

ভারতে ভারত মহোদয় ।

লোকের নয়নভারা, কবির ভূষণ ধারা,

ভারা সব আমার তনয় ॥

ইংরাজি ভাষার উক্তি ।

পুয়ার ।

লজ্জিত হইয়া বঙ্গভাষার কথায় ।

সুধামাখা স্বরে ধনী কহিলেন তার ॥

না দেখিয়া অপরাধ কিসের কারণ ।

ঘোড়াষি সম্মুখে দোষ করিছ অর্পণ ॥

আর আর তোমার প্রাচীন স্মৃত বত ।

তব বিপরীত কর্ণে অবিরত রত ॥

ইহারা তোমার মুখ করিতে উজ্জ্বল ।

কণকাল নাহি ছাড়ে নিজ দল বল ॥

রিশেষ বিচার করি না দেখিয়া ছেন ।

ভয়ানক দোষারোপ করিতেছ কেন ॥

বঙ্গ ভাষার উক্তি ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

ওমিয়াছি তুমি সতী, অতিশয় গুণবতী,

সদাকাল মতি পর হিতে ।

তবে কি কারণে কহ, প্রাচীন স্মৃতির সহ,

নুতনের তুলনা করিতে ॥

ভাবিয়া দেখ না মনে, যারা কভু সযতনে,
 করে নাই বাণীর অর্চনা ।
 তারা কি কখন পারে, দুখদল দলিবারে,
 পুরাইতে মনের কামনা ॥
 আপনি প্রাচীন কালে, ছিলেগো কিরূপ হালে,
 মনে কি পড়েনা একবার ।
 জ্ঞানি স্মৃত বিনে কেবা, যতনে করিয়া সেবা,
 পরাইল এত অলঙ্কার ॥
 মম পুরাতনগণ, পায় নাই জ্ঞানধন,
 সহজে অক্ষয় তারা সব ।
 এসেছি ঘুচাতে ক্ষোভ, অন্তরে হয়েছে লোভ,
 দোষাধির দেখিয়া বিভব ॥
 ইংরাজী ভাষার উক্তি ।
 যদি থাকে অভিলাষ, গোরবে করিতে বাস,
 কুভাষ বোলোনা আর মুখে ।
 আমি দিব বোলে কোরে, যতনে তোমারে লোরে,
 যুবাদল রাখিবেক মুখে ॥
 বঙ্গ ভাষার উক্তি ।

পর্যায় ।

কুবচন কহিলামি তবে কি বলিয়া ।
 কহ দেখি সুলোচনা স্বরূপ করিয়া ॥

ভয় নাহি করি এক ভিলের কারণ ।
 বেঁচে থাক আমার প্রাচীন পুত্রগণ ॥
 যদিও গো জ্ঞান ধন নাই সবাকার ।
 অনেকে পারিবে মন তুষিতে আমার ॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

কিছুই বলিতে নারি, তুমি কি তাবের নারী,
 কে বুঝিবে তব আচরণ ।

পরিহারি স্মৃধাকর, যুড়াইতে কলেবর,
 খদ্যোতের নিয়াছ শরণ ॥

বঙ্গ ভাষার উক্তি ।

পয়ার ।

কি ভয় দেখাও তুমি আর বার বার ।
 চাঁদে কি করিবে প্রিয় প্রভাকর যার ॥
 সে যদি আপন কর না করে প্রকাশ ।
 শশি কি কখন পারে শোভিতে আকাশ ॥
 কি কারণে তোষামোদ করিব সকলে ।
 পিপাসা যাবে না কভু গোপ্পদের জলে ॥
 বিশেষত বারি বিনে কিছু নাই ডর ।
 একাকী দীর্ঘর ময় বিদ্যার সাগর ॥
 তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান ।
 দ্বারায় উঠিবে ময় বশের তুকান ॥

সুধীর-গুন ।

কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার ।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয় কুমার ॥
তাহার বাসনা সবে অনিবারে পায় ।
অক্ষয় বশের মালা পরাইবে যার ॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি ।

এরা সুলেখক বটে মানিগো সুন্দরি ।
তুমিবে তোমার মন প্রাণপণ করি ॥
কিন্তু ইহাদের মাঝে কেহ কবি নয় ।
কোথা পাবে মনোহর ভাব সমুদয় ॥
কবিতা লেখক তব পুত্র ছিল বারী ।
কাল সহকারে আঁখি মুদিয়াছে তারা ॥

বঙ্গভাষার উক্তি ।

কবির অভাব কিসে দেখিলে আমার ।
দুই জন আছে দেশ বিখ্যাত কুমার ॥
সুকবি সুন্দর মম মদন মোহন ।
পড়িলে কবিতা তার মুগ্ধ হয় মন ॥
প্রাণের দীপ্তর গুপ্ত প্রভাকর কর ।
ধরিয়াছে কিবা দৈব শক্তি মনোহর ॥
চাহিলে তপন পানে ছনয়ন ধরে ।
যুড়ায় যুগল আঁখি তার প্রভাকরে ॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি।

ভাল আশা সুবদনি করিয়াছ মনে।
 বাড়াবে তোমার মান এরা দুইজনে ॥
 এতদিন তুমি কিগো করোনি শ্রবণ।
 মদন কবিতা আর করে না রচন ॥
 ক্রমে ক্রমে তার যত বাড়িতেছে পদ।
 তোমার ভাবিছে মনে বালাই আপদ ॥
 তোমার ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা রচক।
 লোকের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক ॥
 আর এক অলক্ষণ দেখি প্রতিদিন।
 দেশের অনেক লোক ঘেষের অধীন ॥
 সহজেই গুণগ্রাহি নাহি হেন জন।
 সমাদর করি তোষে লেখকের মন ॥

বঙ্গভাষার উক্তি।

গুণ গ্রাহি আর কোথা কে আছে এমন।
 বেইরূপ কালীচন্দ্র (১) রমণীমোহন (২) ॥

১। কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী—একজন জমিদার। রঙ্গ-
 পুরের অন্তর্গত, কুন্তীগ্রাম ইহার বাসস্থান। ইহার বিষয়
 কবির জীবন চরিতে বিবৃত আছে।

২। রমণীমোহন রায়চৌধুরী—ইনি রঙ্গপুরের অন্তঃ-
 পাতী ভূষভাণ্ডারের জমিদার। সম্প্রতি গত ১৮৭৩ সালের
 দুর্ভিক্ষের সময়ে গবর্ণমেন্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়া ইনি
 ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুকবি সুন্দর অতি স্বভাব সরল ।
 প্রাণপণে স্বদেশের করিছে মঙ্গল ॥
 কিবা দিব পরিচয় জ্ঞান তুমি সব ।
 ভ্রমিছে শহরে সদা তাদের সৌরভ ॥
 আমি আর কত নাম লব একে একে ।
 এই দেশে গুণগ্রাহি আছেন অনেকে ॥
 যেই রূপ দিরা করে তম করে নাশ ।
 খেলের বিপক্ষে তারা সবে বার মাস ॥
 উঠিতে নারিবে দেশে ঘেঘানল শিখা ।
 ঢালিতেছে বারি তব্ব বোধিনী পত্রিকা ॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি ।

না দেখি তোমার ধনি কিছুর অভাব ।
 তবে কিকারণে যুবা দলের অভাব ॥
 অনুমান করি বুঝি নাই অভিধান ।
 সম্বরে শিখিতে গ্রন্থ নাপায় সন্ধান ॥

সঙ্গভাষার উক্তি ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

সমাদরে অভিধান, বদ্যপি পড়িতে চান,
 ঘোর বত বাঙ্গালি সাহেব ।

শব্দের সমুদ্রে সম, আছে যম প্রিয়তম,
প্রাণাধিক রাধাকান্ত দেব ॥

আপণ গুণের বলে, যে রেখেছে করতলে,
এদেশীয় হিন্দুর সমাজ ।

বাহার বিদ্যার তরে, সবে মহা সমাদরে,
উপাধি দিয়াছে দেব রাজ ॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি ।

পয়ার ।

কিছুতে আঁটিতে নারি বাঙ্গালির ভাষে ।

বিনয় বচনে অতি বিনোদিনী ভাষে ॥

কহিয়াছি কট্ট কথা বুঝিবার তরে ।

বেজার হওনা ধনি আমার উপরে ॥

আমার কুমারগণ তোমার কারণ ।

করিতেছে নিজধন দিয়া প্রাণ পণ ॥

আমিও যুবক গণে তোমার সহিতে ।

প্রতিদিন বলে থাকি সাক্ষাৎ করিতে ॥

কি করি শোনেনা কথা তোমার তনয় ।

দুঃখিতে নারিবে দোষ আমার ও নয় ॥

বঙ্গভাষার উক্তি ।

কিসের কারণে তব প্রতি হবে রোষ ।

আনিয়াছি সব যম কপালের দোষ ॥

কিন্তু অসঙ্গত কথা সহিতে না পারি ।
 কিসে তব স্মৃতিগণ মম উপকারি ॥
 আপন অর্থের হেতু আসিয়া এদেশ ।
 মনে ভেবে দেখ দেখি কি করিল শেষ ॥
 আরো মুখ নেড়ে কথা কহিতেছ ধনি ।
 তোমার তনয় সব কার ধনে ধনি ॥
 পারাবার পারে আনি নিজ পরিজন ।
 কার ধনে করিতেছে উদর পোষণ ॥
 কি করে লোকের কাছে নিবারিতে জ্বালা ।
 করিয়াছে গুটি কত নামে পাঠশালা ॥
 তাহার শিক্ষক সব কেমন বিদ্বান ।
 কথায় কথায় বধ করে মোর প্রাণ ॥
 থাক থাক কমলিনি কাজ নাই আর ।
 তোমার স্মৃতির গুণ করিয়া প্রচার ॥
 আপন বিষয় বোধে কেহ নয় কম ।
 স্বজাতির গোঁড়া কিন্তু বাকালির যম ॥
 তবে তা সবার মাঝে জনেক কেবল ।
 জনম লইয়া পাঁকে হইল কমল ॥
 তাহার গুণের কথা কহিতে না পারি ।
 প্রকৃত আমার সেই প্রিয় হিত কারি ॥

“বেথুন (১) তাহার নাম বহুগুণ রাশি ।
 করেছে অক্ষয় কীর্ত্তি এই দেশে আসি ॥
 কুলাইবে কেন মম এ পোড়া কপালে ।
 চির অরি যম তারে হরিল অকালে ॥
 তথাপি যদি দেহে রহিবে জীবন ।
 কখন তাহার নাম ভুলিবেনা মন ॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি ।

স্বরূপ গুণের গান শুনিয়া অবগে ।
 কহেন ইংরাজী ভাষা প্রফুল্লিত মনে ॥
 ভয় নাই ভয় নাই দিলাম আশ্বাস ।
 রজনী হইল রামা যাহ নিজ বাস ॥
 আমার তনয় গণে দিয়া উপদেশ ।
 ত্বরায় করিব তব এ দুঃখের শেষ ॥
 কিন্তু মম উপদেশ তোমার কুমার ।
 শুনে কিনা শুনে মনে সন্দেহ আমার ॥
 বাহা হোক শশি মুখি তোমার কারণ ।
 দেখিব বিশেষ রূপ করিয়া যতন ॥
 তোমার যদি কিছু থাকে কহিবারে ।
 বলহ আমায় আমি কহিব সবারে ॥

(১) বেথুন—আমাদিগের দেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী ইংরেজ । ইহারই নিমিত্ত উদ্যমে আমাদিগের দেশে জ্ঞানীজ্ঞা প্রথমে প্রচলিত হয় । ইহার প্রতিষ্ঠিত হ্রী বিদ্যালয় অদ্যাপিও কলিকাতার শিরোভূষণ স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছে ।

হিতৈষীর নিকট অমুমতি প্রার্থনা করাতে তাঁহারা সক-
লেই বলিলেন যে যখন সুধীরজন হইতে উদ্ধৃত কবিতা
বালকদিগের এত উপযোগী হইয়াছে তখন ঐ মূলগ্রন্থ
যে তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত হইবে তাহাতে
আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই; অতএব তাঁহারা আমাকে
তদ্বন্দ্বেষে উহার ‘পরদার’ নামক শেষ উপাখ্যানটী
কিঞ্চিৎ অল্পীল বোধে পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রিত করিতে
কহিলেন। আমিও তাঁহাদিগের সেই মিত্রোচিত
অমূল্য আদেশ শিরোধার্য পূর্বক ঐ পুস্তক বালকদিগের
পাঠোপযোগী করণাশয়ে উহার ঐ শেষ উপাখ্যানটী
পরিত্যাগ করিয়া আর আর অংশ অবিকল পূর্ববৎ
রাখিলাম। কিন্তু যেমন ঐ শেষ অংশটী পরিত্যাগ
করা হইয়াছে সেইরূপ গ্রন্থারম্ভের পূর্বে, কবির একটী
সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত প্রদত্ত হইল ও পাঠকবর্গের
কৌতূহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত পুস্তকে যে সকল মহামু-
ভব বাহি

— সাধা সাধারণের

যণে ব্যাকরণের সহিত ঐক্য করিয়া ঈকারান্তই থাকে; পূর্বে সেরূপ ব্যবহার ছিল না। তখন পাণ্ডুর অনু-
রোধে ঐ সকল শব্দ কর্তার এক বচনের বিশেষণ হইলেও
ঈকারান্ত-রূপে ব্যবহৃত হইত। এরূপ ব্যাকরণ দুই
শব্দ প্রয়োগ পুস্তকের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইবে। আর
গাও 'হইবাতে' প্রভৃতি কতকগুলি কথা লক্ষিত হইবে
যাহা এক্ষণে প্রচলিত নাই। আমি সে গুলি ইচ্ছা
করিয়াই সংশোধন করি নাই। কারণ কবির শব্দ
প্রয়োগের স্বাধীনতা ত সর্বত্রই প্রচলিত আছে, বিশেষ
বঙ্গ সাহিত্যচুরাগী পাঠকবর্গকে আমাদের আধুনিক
ও বিংশতি বর্ষের পূর্বকার সাহিত্যের পরস্পর পার্থক্য
প্রদর্শনও ইহার আর এক অন্ততর কারণ।

এই গ্রন্থখানি এরূপ কৌশলে রচিত যে উহা কি
সুকুমারমতি বালকগণ কি পরিণতবুদ্ধি যুবকগণ সকল-
কেই সমান আনন্দ ও সমান সঙ্গপদেশ প্রদান করিতে
পারে। উহার 'মাতৃস্নেহ' প্রভৃতি কতকগুলি প্রবন্ধ
পাঠ করিয়া বালকগণের মন যেরূপ আশ্লাদে পরিপূর্ণ
হয়, উহার 'মনের রাজত্ব' প্রভৃতি কতিপয় উপাখ্যান
পাঠ করিয়া যুবাগণের মন যেরূপ হর্ষ-বিভে
থাকে ও যথ উপদেশ তোমার কুমার।

শুনে কিনা শুনে মনে সন্দেহ আমার ॥

যাহা হোক শশি মুখি তোমার কারণ।

দেখিব বিশেষ রূপ করিয়া বতন ॥

তোমার বদ্যপি কিছু থাকে কহিবারে।

বলহ আমার আমি কহিব সবারে ॥

(১) বেথুন—আমাদের দেশের একজন প্রকৃত হিটলার
ইংরেজ। ইহারই নিমিত্ত উদ্যমে আমাদের দেশে
ক্রীড়ার প্রথমে প্রচলিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠিত ব্রী বিদ্যা-
লয় অদ্যাপিও কলিকাতার শিরোভূষণ স্বরূপ অবস্থিতি
করিতেছে।

